আজকের বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা

হাফেজা আসমা খাতুন

www.bjilibrary.com

আজকের বিশ্বে
ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা

হাফেজা আসমা খাতুন

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

www.bjilibrary.com

তৃতীয় মুদ্রণ : জুন ২০১২
দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ২০০৯
কামিয়াব সংস্করণ : নভেম্বর ২০০৮
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯২

আজকের বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ❖ হাফেজা আসমা খাতুন ❖ প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, পল্টন সিটি স্পেস, ৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ ©: লেখিকা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ❖ প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম ❖ মুদ্রণ : পি এ প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।
e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র

৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন (নিচতলা), ঢাকা। ০১৭৫০০৩৬৭৯০
দৈনিক সংগ্রাম গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : বিশ টাকা মাত্র

www.bjilibrary.com

লেখিকার কথা

বাংলাদেশে তিন তিনটি মুসলিম সরকারের ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে। যারা ক্ষমতায় ছিলেন তাদের অনেকে ব্যাংক-ব্যালেন্স, বাড়ি-গাড়ি করেছেন ঠিক; কিন্তু দেশের জনগণের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, হত্যা, সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, নারীনির্যাতন, নারীধর্ষণ, তালাক, বিচ্ছেদ– এসব যাবতীয় সমস্যার সমাধান কোনো সরকারই করতে পারেনি। কারণ, তাদের কাছে এসব সমস্যার কোনো সমাধান নেই। এসব সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে। একমাত্র কুরআন-সুন্নাহর আইনের বাস্তব প্রয়োগের মাঝেই রয়েছে এসব সমস্যার একমাত্র সমাধান। আর ইসলামী সরকার ও ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া কুরআন-সুন্নাহর আইন কোনো কালে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

ইসলামবিরোধী মুসলিম সরকারগুলো, পাশ্চাত্য নেতারা, ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, নেতারা যেভাবে ইসলামের দুশমনি করছে, তাতে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেই, সমগ্র মানবজাতিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ক্রমাগত ধ্বংসের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

তাই দেশে দেশে ইসলামী শিক্ষিত লোকেরা কুরআন-সুন্নাহর আইন তথা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছেন। আর ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, মূর্খ মুসলিম সরকারগুলো পর্যন্ত এসব ইসলামী নেতাদের জেল-যুলুম করে নির্যাতন চালাচ্ছে। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা, ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া এদের ধ্বংস-বিপর্যয় থেকে রক্ষার কোনো বিকল্প নেই, নেতারা যত তাড়াতাড়ি এ সত্য উপলব্ধি করবেন, ততই মানবজাতির জন্য মঙ্গল।

এ দৃঢ় বিশ্বাসই আমাকে 'আজকের বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা' বইটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। বর্তমান বিশ্বে এবং আমার দেশ বাংলাদেশেও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার তীব্রতা উপলব্ধি করেই বইটি লেখায় হাত দেই। সময়ের দাবির প্রেক্ষিতেই বইটি আমার স্বতঃস্ফূর্ত লেখা। কতটুকু সফল হয়েছি, তা পাঠকরাই ভালো বলতে পারবেন।

www.bjilibrary.com

আমি আরো লক্ষ্য করেছি যে, আমরা সারাদেশব্যাপী কুরআন-সুন্নাহর তাফসীর করে চলেছি, কত ইসলামী সেমিনার সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেছি, টঙ্গী ইজতিমায় লাখ লাখ লোক মুনাজাতে শামিল হয়েও বিটিভি'র পাপের প্রচার অশ্লীলতা, নগ্নতার নোংরামিটুকু পর্যন্ত বন্ধ করা গেল না। যে বিটিভি প্রতিদিন কয়েক কোটি যুবকের চরিত্র, স্বাস্থ্য, সম্পদ, পড়াশোনা সবকিছু ধ্বংস করে চলেছে। ইসলাম যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকত, তবেই এসব পাপের উৎস বন্ধ হয়ে যেত, সৎ কাজের দুয়ার খুলে যেত।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন, 'মুসলমানগণ যখন কোনো জনপদে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পায়, তখন সেখানে সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।' (সূরা হাজ্জ : ৪১)

আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো মুসলিম সরকার কুরআনের এ আদেশকে বাস্তবায়িত করেনি। ইসলামী সরকার, ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে না; বরং ইসলামবিরোধী কাজেরই প্রসার ঘটছে, আরো ঘটবে।

আমার লেখা এ বইটি থেকে যদি দেশের জনগণের মনে এতটুকু ইসলামী চেতনার সঞ্চার হয়, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করতে পারেন এবং বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসেন, তবেই বইটির সার্থকতা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের অন্তরে ইসলামী চিন্তা-চেতনা জাগ্রত করুন, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার এবং বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হাফেজা আসমা খাতুন

www.bjilibrary.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আজকের বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান যুগ একদিকে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগ। এদিক দিয়ে বর্তমান বিশ্বের মানুষ গর্বের দাবিদার। কিন্তু অপরদিকে এই বিজ্ঞানের বদৌলতে মানুষের তৈরি মারণাস্ত্র যেভাবে মানববংশ ধ্বংস সাধনে ব্যবহৃত হচ্ছে, প্রতিদিন কোনো না কোনো দেশে যুদ্ধের দাবানল জ্বলছে, আণবিক বোমা আতঙ্কে মানুষকে অস্থির ও উৎকণ্ঠার মধ্যে জীবনযাপন করতে বাধ্য করছে।

বিশ্বজুড়ে মানবতার যে ধ্বংসলীলা চলছে, বিজ্ঞানের প্রযুক্তির উন্নত মারণাস্ত্র যেভাবে মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে, যেভাবে এক মানুষ আরেক মানুষকে, এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে নির্বিচারে পশুর মতো হত্যা করে চলেছে, হুতু-তুতসীদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কয়েক লাখ মানুষের জীবন শেষ হয়ে গেল। বসনিয়ায়, হারজেগোভিনায় সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক হিংসা-বিদ্বেষে কয়েক লাখ অসহায় নিরীহ মুসলমান নারী, শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধদেরকে খ্রিস্টান সার্বরা নিষ্ঠুরভাবে, নৃশংসভাবে, না খাইয়ে, কুকুর দিয়ে খাইয়ে, গুলি করে, জবাই করে, পিটিয়ে যেভাবে ইচ্ছা হত্যা করেছে। নারী, যুবতী, কিশোরী মেয়েদেরকে খ্রিস্টান সার্ব সৈন্যরা ধর্ষণের পর ধর্ষণ করে হত্যা করেছে। দেখে-শুনে মনে হয়, মানুষ নামের জীবগুলো এখন আর মানুষ নেই, এরা নরপশুতে পরিণত হয়েছে। একমাত্র ইসলামের মহান মানবতাবাদী শিক্ষার অভাবেই এদের এ দুর্দশা হয়েছে। মানবতার মুক্তিদূত, মহানবী মুহাম্মদ (স) বলেছেন, 'তোমরা কেন প্রতিবেশীকে দীন শিক্ষা দাও না, প্রতিবেশীরা কেন তোমাদের কাছে দীনের শিক্ষা গ্রহণ করতে আসে না?' বসনিয়ার মুসলমানরা যদি সার্বদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিত, ইসলামের মহান বাণী তাদেরকে শোনাত, তাহলে খ্রিস্টান সার্বরা পশুতে পরিণত হতো না।

মহানবী (স) বলেছেন, ইসলামের মহান শিক্ষা একজন মানুষকে ফেরেশতার চেয়েও উন্নত করতে পারে। আর ইসলামের মহান শিক্ষার অভাবেই মানুষ পশুর চেয়েও অধম হয়ে যায় এবং তাদের কার্যকলাপ দেখে শয়তানও ভয় পায়। কত বাস্তব সত্য তুলে ধরেছেন। একমাত্র ইসলামী শিক্ষার অভাবেই মানুষের এ দুর্দশা হয়েছে। আজ কাশ্মীরে, প্যালেস্টাইনে, আলজেরিয়ায়, আসামে, বার্মায়, সিংহলে,

www.bjilibrary.com

ফিলিপাইনে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, খ্রিস্টানরা যেভাবে মুসলমানদের উপর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, শুধুমাত্র মুসলমানদের দেশ দখলের জন্য, তাদের জাতিসত্তা নির্মূল করার জন্য তাদের অধীন গোলাম বানানোর জন্য। কোনো অন্যায় অপরাধের জন্য নয়, কোনো ন্যায়নীতি, ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। বিশ্বের কোনো মুসলিম দেশে কিন্তু এ ধরনের হিংসাত্মক জাতিসত্তা নির্মূল অভিযানের ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি। ঘটবেও না; ইনশাআল্লাহ। কারণ, ইসলাম ধর্মের মহান মানবতাবাদী নৈতিক শিক্ষাই মুসলমানদের পরমতের প্রতি, পরধর্মের প্রতি উদার ও সহনশীল বানিয়েছে। যে শিক্ষা মানুষের মনগড়া ধর্ম মানুষকে শিক্ষা দিতে পারেনি।

মানুষের জীবন নিয়ে মানুষের এভাবে ছিনিমিনি খেলার পাশাপাশি দুনিয়াজুড়ে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, সন্ত্রাস, হত্যা, নারীনির্যাতন, চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণ এত প্রকটাকার ধারণ করেছে যে, দেখেশুনে মনে হয়, দুনিয়াটা একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থা সম্পর্কেই কুরআনে বলা হয়েছে,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ـ

'তোমরা আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো। যখন তোমরা পরস্পর পরস্পরের দুশমন ছিলে, আল্লাহ তাআলা (ইসলামের বদৌলতে) তোমাদের অন্তর মিলিয়ে দিয়েছেন। তোমরা একজন আরেকজনের দুশমন ছিলে, ইসলাম তোমাদেরকে ভাই ভাই করে দিয়েছে। তোমরা একটা আগুনের গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলে, ইসলাম তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছে।' (সূরা আলে ইমরান : ১০২)

ইসলাম! হ্যাঁ, ইসলামই পারে আজকের এ অশান্ত বিশ্বের দাবানল নিভিয়ে দিতে। একমাত্র স্রষ্টার দেওয়া ইনসাফপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ইসলামই পারে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের মূল্যবান জীবনকে এ অন্যায়, ঘৃণ্য হানাহানি-মারামারি থেকে অন্যায় ঘৃণ্য যুদ্ধের দাবানল থেকে রক্ষা করতে। একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত জীবনবিধান ইসলামই পারে মানুষের মধ্যে পশুত্ববোধ দূর করে মানবতাবোধ সৃষ্টি করতে। কাজেই নির্দ্বিধায় বলা যায়, আজকের বিশ্বে মানুষের জন্য ইসলামেরই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, অন্য কোনো মতবাদ, ধর্ম বা ইজম নয়।

www.bjilibrary.com

ইসলাম কী

আজকে আমাদের নতুন করে, পরিষ্কার করে জানতে হবে ইসলাম কী? ইসলাম হচ্ছে– সমগ্র মানবজাতির জন্য, মানুষের স্রষ্টা আল্লাহপ্রদত্ত নির্ভুল, সার্বিক কল্যাণকর একটি জীবনব্যবস্থা। সর্বশেষ নবী, মানবতার মুক্তিদূত, নারীমুক্তির দিশারী, রাহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মদ মোস্তফা (স)-এর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আল কুরআন নাযিল হয়েছিল। সে কুরআনের বিধানই হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ তাআলার বাণী–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে আমি দীন হিসেবে দান করে সন্তুষ্ট হলাম।' (সূরা মায়িদা : ৩)

আল কুরআনের এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। ইসলাম আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দীন। জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যে সম্পর্কে ইসলামের বিধান নেই। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, লেনদেন, সন্ধি-চুক্তি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, যুদ্ধ-বিচারব্যবস্থা সব বিষয়ে ইসলামের সুন্দর, সুনির্দিষ্ট এবং ইনসাফপূর্ণ বিধান রয়েছে। কাজেই ইসলামের অনুসারীরা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মতবাদ বা ইজমের অনুসারী হতে পারে না। এর ধারক-বাহকদের অন্য কোনো ইজম, ধর্ম বা মতবাদের কোনো প্রয়োজন নেই। ইসলাম নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা। কাজেই একজন মুসলমানকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামেরই অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট আদেশ– اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً 'তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হও' (সূরা বাকারা : ২০৮)। ইসলামের অনুসারী মুসলমানরা যদি পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী হয়, কমিউনিস্টদের সমাজতন্ত্রের অনুসারী হয়, বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুসারী হয়, আল কুরআনের বিধান, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার অনুসারী না হয়, তাহলে তারা মৃত্যুর পর আল্লাহর দরবারে মুসলমানদের দলভুক্ত হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ـ

www.bjilibrary.com

'হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে তেমনি ভয় করো, যেমন তাঁকে ভয় করা উচিত। আর মুসলিম অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়।' (সূরা আলে ইমরান : ১০২)

এ আয়াতে সুস্পষ্ট নির্দেশ এসে গেছে যে, শুধু কালেমা পাঠ করে ঈমান আনলেই হবে না। তাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর আদেশমতো জীবনযাপন করতে হবে, তবেই আমরা হব আল্লাহর অনুগত মুসলিম। এ রকম আল্লাহর আদেশের অনুগত মুসলমান না হয়ে মরতে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। কারণ, আমরা দুনিয়াতে যত অপরাধ করি, যদি তাওবা করে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের দিকে ফিরে আসি এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করি, কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাই, আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করবেন, যদি আমরা সেই অপরাধের পুনরাবৃত্তি না করি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

'(হে নবী!) বলে দিন, হে আমার ঐসব বান্দাহরা! তোমরা যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।' (সূরা যুমার : ৫৩)

দুনিয়া থেকে মৃত্যুর আগে অপরাধের জন্য তাওবা করলে আল্লাহ তাআলা মাফ করবেন; কিন্তু কবরে গিয়ে মাফ চাওয়ার বা মুসলমান হয়ে অর্থাৎ আল্লাহর অনুগত হয়ে জীবনযাপন করার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ 'তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না' বলে নামধারী মুসলমানদের সাবধান করেছেন।

আল্লাহ তাআলা নামধারী মুসলমানদের আরো কঠোর ভাষায় সাবধান করেছেন এই বলে যে, 'আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারা কাফির, ফাসিক, যালিম' (সূরা মায়িদা ৪৪, ৪৫, ৪৭)। কাজেই একজন মুসলমান তার ব্যক্তিজীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, লেনদেনে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, সন্ধি-চুক্তি সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব, আল কুরআন অনুযায়ী ফায়সালা করতে হবে, অর্থাৎ আল্লাহর আইন মানতে হবে। তা না হলে কি

www.bjilibrary.com

ব্যক্তি, কি সমষ্টি সবাইকে আল্লাহর দরবারে কাফির, ফাসিক এবং যালিম বলে পরিগণিত হতে হবে।

এত কঠোর ভাষায় আল্লাহ তাআলা কেন মুসলমানদের সতর্ক করেছেন, আল্লাহর কিতাব আল কুরআন অনুযায়ী ফায়সালা করার জন্য। কেননা এর বিধান অনুযায়ী যখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ফায়সালা করা হবে বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তখনই সমাজের মানুষ ইনসাফ পাবে। সুবিচার পাবে, কল্যাণ পাবে। কিন্তু ব্যক্তি বা সরকার যখন আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে না, নিজেদের মনগড়া আইনানুযায়ী ফায়সালা করে, তখনই সেখানে মানুষ ইনসাফ থেকে বঞ্চিত হয়, সুবিচার পায় না, মানুষ অধিকারবঞ্চিত হয়। মানুষের মনগড়া আইন এভাবেই মানুষের প্রতি ইনসাফ করতে, সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে দুনিয়াজুড়ে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলার এ কঠোর হুঁশিয়ারি ইসলামের পূর্ণ আনুগত্যের জন্য।

ইসলাম আল্লাহর দেওয়া শ্রেষ্ঠ নিয়ামত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের জন্য আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম।' মহান আল্লাহ দুনিয়াতে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। কিন্তু মানুষকে কুরআনের বিধান দান করে ঘোষণা দিলেন, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي 'তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম।' আল কুরআনের বিধান ইসলাম হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহর দেওয়া শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়ায় জীবন ধারণের অসংখ্য উপকরণ দান করেছেন, আলো, বাতাস, পানি, যা না হলে মানুষ এক মুহূর্ত বাঁচতে পারে না, তা বিনা পয়সায় যোগান দিচ্ছেন। এরপর বিভিন্ন দেশে কত রকমারি ফল-ফলাদি মানুষকে দিয়েছেন, জমিনে ফসল দিয়েছেন মানুষের আহারের জন্য, শিশুর জন্য পিতামাতা-ভাইবোনের অন্তরে গভীর স্নেহ-মমতা দিয়েছেন, যাতে অসহায় শিশুসন্তান দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে পারে, সুন্দরভাবে লালিত-পালিত হতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর অন্তরে গভীর প্রেম ভালোবাসা দিয়েছেন– এ সবই আল্লাহর তাআলার নিয়ামত। কিন্তু এত কিছুর পরও আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়ে তাদেরকে পৃথিবীর বুকে সুন্দরভাবে, কল্যাণের পথে চলার পথটিও বাতলে দিয়েছেন এবং সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে যে সুন্দর পরিপূর্ণ পরিচ্ছন্ন পথটি বাতলে দিয়েছেন, তা-ই হচ্ছে আল কুরআনের পথ ইসলাম। আর কুরআন নাযিল করে আল্লাহ মানবজাতিকে জানিয়ে দিলেন, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي 'আজ

www.bjilibrary.com

আমি তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম।' কাজেই আল কুরআনের বিধান ইসলামই হচ্ছে মানবজাতির জন্য আল্লাহর দেওয়া একটি পরিপূর্ণ বা শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। মানবজাতি একমাত্র ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করেই সে নিয়ামত লাভ করতে পারে, দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যা ও বিপর্যয় থেকে বাঁচতে পারে।

ইসলাম আল্লাহ তাআলার মনোনীত দীন

দুনিয়ায় অসংখ্য ধর্ম, মতবাদ, ইজম সৃষ্টি হয়েছে। এ সবই মানুষের মনগড়া ধর্ম এবং মতবাদ। এসব ধর্ম-মতবাদ বা ইজম আজ পর্যন্ত মানুষের কোনো কল্যাণ দিতে পারেনি, পারছে না আর কোনোকালে পারবেও না। বরং মানুষের মনগড়া ধর্ম, মতবাদ ও ইজমের নিষ্পেষণে নির্যাতনে দুনিয়ার মানুষ ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করছে। মানুষের মনগড়া বিকৃত ধর্ম ও ইজমের ফলে দুনিয়াজুড়ে বিপর্যয়, ধ্বংসলীলা সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ ইনসাফ, সুবিচার, অধিকারবঞ্চিত হয়েছে, মানুষ মানুষের গোলামে পরিণত হয়েছে। ফলে মানুষ এর থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইসলামই হচ্ছে মানবতার মুক্তির সেই একমাত্র দিশা বা পথ।

বসনিয়ায় যখন খ্রিস্টান সাধুরা শুধু তাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য লাখ লাখ নিরপরাধ মুসলমান নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ নির্বিচারে হত্যা করে মুসলমান জাতিসত্তা নির্মূলের অভিযান চালাচ্ছে, আর তাদের মুরব্বী বিল ক্লিনটন, জন মেজর, জর্জ ডব্লিউ বুশ মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন, আত্মতৃপ্তি অনুভব করছেন, তখন খোদ আমেরিকার বুকেই, প্রতি বছর হাজার হাজার আমেরিকান ভ্রান্ত খ্রিস্টানিজম থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে শান্তি, নিরাপত্তা, সম্মান ও মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করে চলেছেন এবং তাদের দেশেই ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় নিজেদের জান-মালের সর্বোচ্চ কুরবানী করে চলেছেন।

প্রতিবেশী ভারতে উচ্চবর্ণ হিন্দুরা নিম্নবর্ণ হিন্দুদের অচ্ছুৎ বলে। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে মানুষের নিম্নতম বাঁচার মর্যাদাটুকু পায় না। এ জন্যই দেখা যায়, ভারতসরকার যখন নিম্নবর্ণের হিন্দুদের চাকরির কোটা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তখন উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে প্রবল আপত্তি উঠে। এমনকি এতটুকু অধিকার দেওয়ার জন্য ঘৃণায় ৮০ জন উচ্চবর্ণের হিন্দু নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। কী জঘন্য শ্রেণীবিদ্বেষ! ইসলাম ছাড়া এসব শ্রেণীবিদ্বেষের হানাহানি থেকে মুক্তির কোনো বিকল্প নেই। আর এ জন্যই দেখা যায়, ভারতের নিম্নবর্ণের একজন মন্ত্রী সীতারাম কেশরী খোদ ভারতেই নিম্নবর্ণের

www.bjilibrary.com

হিন্দুদের আহ্বান জানিয়েছেন, 'আমাদেরকে হয় খ্রিস্টান, না হয় মুসলমান হয়ে যেতে হবে।' আর তাই দেখা যায়, একই দিনে ভারতে ৬,০০০ (ছয় হাজার) হরিজন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে মুসলমান হয়ে গেছে। আমেরিকায় প্রতি বছর ১০/১২ হাজার মানুষ ভ্রান্ত খ্রিস্টানিজম থেকে বেরিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে মুসলমান হয়ে গেছে। বিবিসি'র পরিচালকের ছেলে ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন। দুনিয়ায় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ একমাত্র ইসলামই ঘুচিয়েছে। আল কুরআন বলে, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ। 'মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।' (সূরা হুজুরাত : ১০)

ইসলামে সাদাকালো, আরব-অনারবের কোনো ভেদাভেদ নেই। ইসলামই দুনিয়াতে সর্বপ্রথম মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা দিয়েছে। কাজেই ইসলাম ছাড়া দুনিয়াজুড়ে মানুষে মানুষে মারামারি, হানাহানি, ধ্বংসলীলা বন্ধের আর কোনো বিকল্প নেই। কাজেই ইসলামই হচ্ছে, সমগ্র মানবজাতির জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে একমাত্র মুক্তি, কল্যাণ ও শান্তির পথ। ইসলামের অনুসারীদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, মানুষের মনগড়া ইজম, মনগড়া ধর্ম ও মতবাদের উপরে ইসলামকে বিজয়ী করে দুনিয়াতে সমগ্র মানবজাতির জন্য কল্যাণ ও মুক্তির পথ প্রশস্ত করা। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বলেছেন,

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ.

'তিনি সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন একটি হেদায়াত ও সত্য দীন সহকারে, যেন তিনি প্রত্যেক (প্রচলিত) দীন বা ধর্মের উপরে ইসলামকে বিজয়ী করে দেন। এটা মুশরিকদের নিকট যতই অপছন্দের হোক।' (সূরা সফ্ : ৯)

ইসলামকে দুনিয়ার বুকে বিজয়ী করতে গেলে কাফির (অবিশ্বাসী) মুশরিক (অংশীবাদী) দল বাধা দেবেই। তাদের কাছে ইসলামকে অসহ্য মনে হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার নির্দেশ, তাদের কাছে যতই অসহ্য হোক না কেন, ইসলামকে বিজয়ী করতেই হবে মানবতার কল্যাণের স্বার্থে।

রাসূল (স)-এর উম্মত হিসেবে আজ এ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে বিশ্বের সোয়া শ' কোটি মুসলমান, শেষ নবীর উম্মতের উপর। এ দায়িত্ব পালনের জন্য দেশে দেশে শুরু হয়েছে ইসলামী আন্দোলন। ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের উপর শুরু হয়েছে মুসলিম নামধারী মুনাফিক, কাফির, মুশরিকদের নির্যাতনের স্টীম রোলার। তা সত্ত্বেও ইসলামকে বিজয়ী করতেই হবে।

www.bjilibrary.com

ইসলামী রাষ্ট্র কী ও কেন?

ইসলামী নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছাত্র-যুবক এবং ইসলামী নেতাদের হত্যা ও দমনের ফলে সমাজে অসৎপ্রবণ, সুদখোর, ঘুষখোর, মধ্যপায়ী, ব্যভিচারী, খুনী, সন্ত্রাসী, লুণ্ঠনকারী, সরকারি সম্পদ আত্মসাৎকারী লোকে সমাজ ভরে গেছে। আর এসব লোকদের কারণে সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়ই সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। সমাজে খুনী, সন্ত্রাসীদের কোনো বিচার না হওয়ায় তাদের সাহস দেদার বেড়ে গেছে। ফলে অল্প বয়সের কিশোররা পর্যন্ত খুন, সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়ছে। এভাবে বর্তমান সমাজে মানুষের জীবন-সম্পদের কোনো নিরাপত্তা নেই। সমাজে ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বর্তমান সরকারে অনৈসলামিক দলগুলোর উপর জনগণের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। জীবন, সম্পদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান মানুষের মৌলিক অধিকার, মৌলিক চাহিদা। এ অধিকার সংরক্ষণে বর্তমান বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের সরকার ব্যর্থ হয়েছে কেবল সচ্চরিত্রবান লোকের অভাবে। তাই কুরআন-সুন্নাহে শিক্ষিত লোকেরা ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা, ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে– কাশ্মীরে, আলজেরিয়ায়, ফিলিস্তিনে, আফগানিস্তানে, মিয়ানমারে, পাকিস্তানে, মিসরে, তুরস্কে, বাংলাদেশে আন্দোলন করছে। আর অমুসলিম সরকার এবং অনৈসলামিক সরকারগুলো শুধু নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য এসব মানবতাবাদী ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীদের হত্যা, ফাঁসি, জেল-যুলুম দ্বারা দমন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। অথচ এসব সরকার তাদের দেশের বেকারত্ব, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায়ই একমাত্র এসব যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ইসলামী সরকার ছাড়া বিশ্বের কোনো সরকার এসব সমস্যার সমাধান কোনোকালে করতে পারবে না। কুরআন-সুন্নাহর নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়ন, কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজব্যবস্থা এবং কুরআন-সুন্নাহর আইন-বিধান প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা যতদিন দুনিয়ার বুকে কায়েম না হবে ততদিন দুনিয়াজুড়ে মানুষ মারামারি, দলাদলি করে, হানাহানি করে, মানুষ মারার উন্নত অস্ত্রের প্রতিযোগিতা করে ধ্বংস হতেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত এসব মানবতার দুশমন, ইসলামবিরোধী সরকারগুলোর ব্যর্থতা, জুলুম, শোষণ, নির্যাতন এবং মানুষের এত দুঃখ-দুর্দশা, মানবতার এত লাঞ্ছনার জন্য সমগ্র জাতি আল্লাহর গযবে পড়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আজকের পাশ্চাত্য জগতে এইডস-এর আতঙ্ক, ভারতে প্লেগের মহামারী, জ্বরের

www.bjilibrary.com

মহামারী, ভারতে ভূমিকম্পে ৫টি গ্রাম মাটিচাপা পড়ে মিশে যাওয়া, জঙ্গলে জঙ্গলে দাবানল, ঘূর্ণিঝড়ে লাখ লাখ মানুষের জীবন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়া– এ সবই আল্লাহর গযবের নিদর্শন। আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর আইন না মানার পরিণতি, মানবতার লাঞ্ছনা, দুর্দশার পরিণতি। তাই আল্লাহর গযব থেকে বাঁচার জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ইসলামকে বিজয়ী করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। জীবনের এমন কোনো দিক-বিভাগ নেই, যা ইসলামে নেই। ব্যক্তিজীবন কিভাবে চালাতে হবে, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, লেনদেন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, যুদ্ধ, সন্ধি-চুক্তি কোন্ নীতিতে হবে, রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি-নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামে সুস্পষ্ট মূলনীতি রয়েছে এবং সুন্নায় তা পূর্ণতা লাভ করেছে। কাজেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজ ইসলামের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী সম্পন্ন করাই আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ– 'তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হও।' আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে আরো কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'যারা আল্লাহর নাযিল করা কিতাব অনুযায়ী যাবতীয় কাজের ফায়সালা করে না, তারা কাফির, যালিম, ফাসিক।' (সূরা মায়িদা : ৩৪, ৩৫, ৩৭)

কাজেই একজন মুসলিমকে বা একটি ইসলামী বা মুসলিম সরকারকে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি মন্ত্রণালয়কে পরিচালনা করতে হবে। ব্যক্তিজীবনে বা পারিবারিক জীবনে কিছু ইসলাম মেনে চলা, আবার কিছু বিভ্রান্ত জাতির অনুসরণ করা একজন মুসলিমের কাজ হতে পারে না। এতেই ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে কোনো এক মন্ত্রণালয় আল্লাহর কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ মোতাবেক চলবে, আর এক মন্ত্রণালয় কাফির, অবিশ্বাসীদের নীতি অনুযায়ী চলবে, এতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, তাই ইসলামের ধারক-বাহকদের কোনো মতবাদ বা ইজম কারো কাছে বা কোনো জাতির কাছ থেকে ধার করার কোনো প্রয়োজনই নেই। ইসলামের নিজস্ব মূলনীতি অনুযায়ী ধর্ম মন্ত্রণালয় চলবে, সমাজনীতি অনুযায়ী সমাজকল্যাণ চলবে– এভাবে সরকারের প্রতিটি বিভাগ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী চলবে

www.bjilibrary.com

এটাই আল্লাহর নির্দেশ। যতটুকু আমরা আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের এবং রাসূল (স)-এর হাদীসের বিধান অনুযায়ী চলব, সেখানে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না। যেখানে আমরা যতটুকু আল্লাহর আইন বিধান লঙ্ঘন করব, সেখানেই আমরা ততটুকু সমস্যায় পতিত হব। কাজেই একজন মুসলিম ব্যক্তি বা একটি মুসলিম সরকার যদি তার সমস্যার সমাধান চায়, তাহলে আল কুরআন এবং রাসূল (স)-এর সুন্নাহর দিকেই তাকে ফিরে আসতে হবে। এছাড়া কোনো সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কোনোকালে হবে না।

ইসলামী রাষ্ট্র কাকে বলে?

ইসলামী রাষ্ট্র তাকেই বলে, যে রাষ্ট্র তার প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি বিভাগের প্রতিটি কাজ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সম্পাদিত করে থাকে এবং যে সমাজে যে রাষ্ট্রে কুরআন-সুন্নায় সুস্পষ্ট ফরয Most Assential বা Compulsory কাজগুলো রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে পালন করা হয় এবং যে কাজগুলো পবিত্র কুরআনে হারাম (স্পষ্ট নিষিদ্ধ) ঘোষণা করা হয়েছে, তা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সমাজ থেকে নির্মূল করা হয়। কুরআনে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

'তারাই ঐ সব লোক, যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দেই, তাহলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে।' (সূরা হাজ্জ : ৪১)

যে রাষ্ট্রে এ চারটি দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আঞ্জাম দেওয়া হয়, আমি আগেই বলেছি তাকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলে। আল্লাহর আইন, আল্লাহর আদেশ যে রাষ্ট্রেই বাস্তবায়নের চেষ্টা চালাবে এবং বাস্তবায়ন করবে, সে রাষ্ট্রই হবে ইসলামী রাষ্ট্র। মুসলিম, অমুসলিম যে কোনো রাষ্ট্র এ চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি মেনে চললে রাষ্ট্রের চেহারাই পাল্টে যাবে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সালাত কায়েম করার অর্থ হচ্ছে, সে রাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, সরকারি-বেসরকারি কর্মচারী কেউ বেনামাযী হবে না। কোনো বেনামাযীকে কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত করা হবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় কাজের বিরতি দেওয়া হবে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় জনগণকে নামাযী বানানোর জন্য, বা নামায পড়ার সব রকম সহযোগিতা করা হবে। এ ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে, ওমর (রা) যখন মুআয ইবনে জাবালকে কোনো

www.bjilibrary.com

এলাকার শাসনকর্তা করে পাঠান, তখন ওমর (রা) বললেন, 'হে মুআয! যেখানে যাচ্ছ, সেখানে তুমি সর্বপ্রথম সালাত কায়েম করবে। কারণ, সালাতে যে অবহেলা করে সে সব দায়িত্বে অবহেলা করে থাকে। কোনো দায়িত্বই সে নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারে না।'

একটি ইসলামী রাষ্ট্রে বা মুসলিম রাষ্ট্রে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। সালাত ব্যক্তিকে সৎ, যোগ্য, আল্লাহভীরু ও দায়িত্বশীল বানায়। সরকারের যে কোনো মন্ত্রণালয় সৎ ও যোগ্য লোকদের দ্বারা পরিচালিত হলে সে মন্ত্রণালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে। দেশের উন্নতি অগ্রগতিতে প্রতিটি মন্ত্রণালয় যথার্থ অবদান রাখতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম মূলনীতিই হচ্ছে, সালাত কায়েম করা। সমাজের যাবতীয় অন্যায়-অনাচার, দুর্নীতি, সুদ, ঘুষ সমাজ থেকে নির্মূল করতে হলে সালাতের ভূমিকা অপরিসীম। যে কোনো মন্ত্রণালয়ের একজন নামাযী এবং একটি বেনামাযী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কখনো এক চরিত্রের হতে পারে না। নামাযী ব্যক্তি যে বুঝে-শুনে নামায আদায় করে, সে নামাযে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কী বলে, তা তার জানা থাকে। তাহলে সে ব্যক্তির পক্ষে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে– সুদ খাওয়া, ঘুষ নেওয়া, মদ, জুয়া বা কোনো পাপের কাজ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। অবশ্য যারা নিজেদের পাপের কাজ ঢাকা দেওয়ার জন্য লোকদেখানো নামায আদায় করে তাদের খবরও আল্লাহ রাখেন। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন, 'ধ্বংস ঐসব মুসল্লিদের জন্য, যারা লোকদেখানোর জন্য নামায আদায় করে এবং যারা নামাযে অবহেলা করে' (সূরা মাউন)। কিন্তু যারা প্রকৃত নামাযী তাদের দ্বারা সমাজে কোনো দুর্নীতি বা অন্যায় কাজ করা সম্ভব নয়। এ কথা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ـ

'নিশ্চয়ই সালাত যাবতীয় অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।' (সূরা 'আনকাবূত : ৪৫)

সরকারি-বেসরকারি কর্মচারীদের জন্য এবং জনগণের জন্য ইসলামের ফরয ইবাদত নামায, সরকারিভাবে বাধ্যতামূলক না করা পর্যন্ত সমাজের মানুষ এবং সরকারের সকল বিভাগ দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব নয়। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি প্রথম নির্দেশ সালাত কায়েম করা।

দ্বিতীয় নির্দেশ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি যাকাত প্রতিষ্ঠা করা। যাকাত সমাজের মানুষের চরিত্র সুন্দর করে, নির্মল করে, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়।

www.bjilibrary.com

দেশের দারিদ্র্য ও বেকারত্বের অবসান ঘটিয়ে সমাজে অর্থনৈতিক সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করে। যাকাত, কমিউনিস্টদের মতো ধনীদের কাছ থেকে সম্পদ কেড়ে নেয় না বা ধনীদেরকে নিঃস্ব করে দেয় না বা শ্রেণীবিদ্বেষের সৃষ্টি করে না। বরং যাকাত ধনী সম্প্রদায়কে সচেতন করে এভাবে– কুরআনে বলা হয়েছে,

'সমাজের অভাবী লোকেরা তোমাদের ভাই। তোমাদের যে সম্পদ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে তোমাদের ভাইদেরও হক (অধিকার) রয়েছে। তাদের হক তাদেরকে দিয়ে দাও।'

এভাবে নৈতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ধনী সম্প্রদায়কে দরিদ্র সম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্ব-সচেতন করা হয়েছে, যাতে তারা স্বেচ্ছায় তাদের সম্পদে আল্লাহর দেওয়া নির্ধারিত অংশ তাদের অভাবী ভাইদের জন্য ছেড়ে দেয়। ইরশাদ হচ্ছে,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ـ

'আর যারা সোনা ও রুপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। একদিন আসবে, যখন এসব (সোনা-রুপাকে) দোযখের আগুনে গরম করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্ব ও পিঠে সেঁকা দেওয়া হবে– এটাই ঐ ধন-সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। এখন নিজেদের জমানো ধন-দৌলতের স্বাদ গ্রহণ কর।' (সূরা তাওবা : ৩৪-৩৫)

ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আদায় করা হবে। বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র না থাকার কারণে ধনী-সম্প্রদায় নিজেদের ইচ্ছামতো যাকাত দিয়ে থাকেন। কেউ ইচ্ছা হলে দেয়; অন্যথায় দেয় না। এ নিয়ম কুরআন-হাদীসের কোথাও সমর্থিত নয়। ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাত আদায়কারী কর্মচারীর কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যাকাত যে ৮টি খাতে ব্যয় করার নির্দেশ কুরআনে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে একটি খাত হচ্ছে, যাকাত আদায়কারী কর্মচারীর বেতন যাকাত থেকে দিতে হবে। এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী কোনো সরকার ছাড়া হতে পারে না। কাজেই যে সরকারের যাকাত আদায়কারী কর্মচারী থাকে, সে সরকারের সরকারি কর্মচারীরাই যাকাত আদায় করে থাকে। তাহলে সে সরকার হবে ইসলামী সরকার এবং সে রাষ্ট্র হবে ইসলামী রাষ্ট্র।

www.bjilibrary.com

যাকাত ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের মধ্যে একটি। যাকাত সালাতের মতোই ফরয। যদি কোনো ধনী শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ধনী কৃষক বা ধনাঢ্য ব্যক্তি যাকাত এবং উশর (ফসলের যাকাতকে উশর বলে) দিতে অস্বীকার করে, তাহলে ইসলামী সরকার তার অর্ধেক সম্পদ বাজেয়াপ্ত করবে, একটি আল্লাহর ফরয আদেশ অস্বীকার করার জন্য। সব সম্পদ কেড়ে নেবে না' বা কমিউনিস্টদের মতো ধনীদের বুর্জোয়া শ্রেণী নির্মূল করে সর্বহারাদের রাজ কায়েমের কথা বলে (যা চরম ধোঁকাবাজি) ধনীদের হত্যা করে না বা তাদের নিঃস্ব করে দেয় না। ইসলামে এ ধরনের নিষ্ঠুরতার স্থান নেই। বরং ধনীদের সাবধান, সচেতন করার জন্য এ বিধান। ফরয ইবাদাতের গুরুত্ব যেন তারা উপলব্ধি করে, কোনো সময় যাকাত, উশর দিতে অস্বীকার না করে বরং স্বেচ্ছায় যাকাত সরকারি কর্মচারীদের হাতে তুলে দেয়।

যাকাত উশর যদি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আদায় হয়, 'বাংলাদেশ ইসলামিক রিসার্চ ব্যুরো' তার একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে যে, প্রতি বছর এই বাংলাদেশের ধনীদের কাছ থেকে দুই থেকে আড়াই হাজার কোটি টাকার যাকাত, উশর আদায় হবে। এই আড়াই হাজার কোটি টাকা যদি প্রতি বছর দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে এবং দারিদ্র্যবিমোচনে পরিকল্পিত উপায়ে ব্যয় করা হয়, তাহলে আশা করা যায়, দশ থেকে পনেরো বা বিশ বছরের মধ্যে বাইরের কোনো সাহায্য ছাড়াই এ দেশের বেকারত্ব ও দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হবে, ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষায় শিক্ষিত সৎ ও যোগ্য সরকারি কর্মকর্তা ছাড়া যাকাতব্যবস্থা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আর যতদিন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় ও বিলিবণ্টন না হবে, ততদিন দেশের বেকারত্বসহ দারিদ্র্যবিমোচন, নারী নির্যাতনজনিত সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে না। কাজেই আজকে এ সমস্যাসংকুল বিশ্বে বাংলাদেশসহ সকল দেশেই কুরআন ও সুন্নাহর আইন বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। প্রতিটি দেশের সরকারের উচিত, দারিদ্র্যবিমোচনসহ বেকারত্ব, নারীনির্যাতন, হত্যা, সন্ত্রাস-দুর্নীতি, যাবতীয় অন্যায়ের সুষ্ঠু প্রতিকারের জন্য, জনগণকে নৈতিক চরিত্রবান করে গড়ে তোলার জন্য কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা এবং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার উদ্যোগ নেওয়া।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি তৃতীয় যে নির্দেশ পবিত্র কুরআনে দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে– 'সৎ কাজের আদেশ দান অসৎ কাজে বাধা দান।' এ নির্দেশ একজন মুমিন-মুসলিম নারী-পুরুষকে ব্যক্তিগত পর্যায়েই দেওয়া হয়েছে।

www.bjilibrary.com

সূরা তাওবার নবম রুকু'তে বলা হয়েছে,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

'মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা ভালো কাজের হুকুম দেয়, মন্দ কাজে নিষেধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলে। এরাই ঐসব লোক, যাদের উপর অবশ্যই আল্লাহর রহমত নাযিল হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান ও জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী। এই মুমিন পুরুষ ও নারীদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তাদেরকে এমন বাগান দান করবেন, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান থাকবে এবং যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ঐ চির সবুজ বাগানে তাদের থাকার জন্য পাক-পবিত্র জায়গা থাকবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করবে– এটাই বড় সফলতা।' (সূরা তাওবা : ৭১-৭২)

এ আয়াতে বিশ্বাসী মুমিন নারী-পুরুষদের দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যে মুসলমান আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি আল্লাহর কিতাবের এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে তারা কেউ এ দায়িত্ব এড়াতে পারে না। এ দায়িত্ব যারাই পালন করবে, তারাই লাভ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ক্ষমা। এসব কাজের বিনিময়েই লাভ করবে চিরস্থায়ী শান্তির বাসস্থান জান্নাত। কাজেই যেসব মুসলমান নারী-পুরুষ আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কিতাব এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করেন তাদের এ দায়িত্ব পালন করতেই হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ

'তোমরাই দুনিয়ার ঐ সেরা উম্মত, যাদের মানবজাতির হেদায়াতের জন্য ময়দানে আনা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করো ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো।' (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

www.bjilibrary.com

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, প্রতিটি মুসলমান জন্মগতভাবেই এক একটি মিশন। এ দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিয়োজিত করেছেন। এ দায়িত্ব পালন করেই মুসলমানগণ দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। দুনিয়ার বুকে মুসলমানগণ শিক্ষকের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এককালে মুসলিম স্পেনের কর্ডোভায় বিশ্বের চতুর্দিক থেকে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে আসত। ইউরোপীয়নরা মুসলমানদের কাছেই শিক্ষা, সভ্যতার সবক নিয়েছিল। আজ মুসলমানগণ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়েছে এ দায়িত্ব পালন না করার কারণে। আজও মুসলমান দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে, যদি তারা আবার এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে।

সৎ কাজ ও অসৎ কাজের সংজ্ঞা আল কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ গ্রন্থ আল কুরআন রয়েছে মুসলমান জাতির কাছে। অন্য কোনো জাতির কাছে কুরআন নেই। বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রিস্টান কোনো জাতির কাছে পবিত্র কুরআন নেই। সৎ-অসৎ-এর সঠিক জ্ঞান এসব জাতির না থাকার কারণে তারা মানুষ হয়েও স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, হিংসাপরায়ণ, অধৈর্য, অসহনশীল, হিংস্র জাতিতে পরিণত হয়েছে। জাতি-বর্ণের বিভিন্নতা, জমি দখল, দেশ দখল, এসব সামান্য কারণে তারা মানুষ হয়েও আরেক মানুষকে নির্বিচারে নৃশংসভাবে হত্যা করছে, ভিন্ন জাতির অবলা নারীদের ধর্ষণ করছে। অবুঝ শিশুদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে। দয়ামায়া, মমতা, মনুষ্যত্ব মানবতা সবকিছু এদের ধ্বংস হয়ে গেছে কুরআনিক নৈতিক শিক্ষার অভাবে। তার প্রমাণ হচ্ছে, বসনিয়ায় খ্রিস্টান সার্বরা এবং তাদের দোসর আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া। শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার অপরাধে নিরীহ মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। নারী, শিশু, পুরুষ, যুবকদের হত্যা করা হচ্ছে বিনা অপরাধে।

ভারতে মুসলমানদের, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের, হিন্দু দেবদাসীদের হত্যা করা হচ্ছে শুধু জাতি ও শ্রেণীবৈষম্যের কারণে।

রোহিঙ্গায়, আসামে বর্ণ হিন্দুরা, বৌদ্ধরা মুসলমান নারী, শিশু, পুরুষ নির্মূল করছে শুধু শ্রেণীবৈষম্যের কারণে। অথচ কোনো মুসলিম দুনিয়ায় এ শ্রেণীবিদ্বেষ নেই। বিশ্বের কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে ভিন্নধর্মীদের, ভিন্ন মতাবলম্বীদের এভাবে নির্মূল করার কোনো নজির ইতিহাসে নেই। বর্তমানেও নেই। কারণ, কুরআনের শিক্ষা মুসলমানদের পরধর্মের প্রতি সহনশীলতার, মানুষের প্রতি মানবতার শিক্ষা

www.bjilibrary.com

দিয়েছে, যা মানুষের মনগড়া অপরাপর ধর্মে নেই। তাই পৃথিবীকে মনুষ্য বাসোপযোগী রাখতে হলে, অন্যায়, নিষ্ঠুর বর্বর হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে হলে, মুসলমানদের দায়িত্ব-সচেতন হতে হবে। তাদের কুরআনের অনুসারী হতে হবে। দায়িত্ব পালন করতে হবে ব্যক্তিগতভাবে এবং সরকারিভাবেই এ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাতে নিতে হবে– কুরআনের তা-ই নির্দেশ তা-ই। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে চলো– এই নির্দেশ কার্যকর করা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া সম্ভব নয়।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান– এ অবিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল রেখে এবং তাঁর উপর ভরসা রেখে মুসলমানদের উচিত ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তাদের দায়িত্ব হলো, আল্লাহর নির্দেশমতো কাজ করে যাওয়া। তাহলে মুসলমানরাও মুক্তি পাবে। দুনিয়ার মযলুম জাতিসমূহ মুক্তি পাবে। যতদিন মুসলমান জাতিসমূহ ইসলামকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কায়েম করতে না পারবে ততদিন দুনিয়া মনুষ্য বাসোপযোগী হবে না। তাই তাদের আল্লাহর নির্দেশমতো প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মুসলমান আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না। আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী, আল্লাহ তাদের মাওলা, তিনি অভিভাবক। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ঈমানদারের জন্য ওয়াকীল তথা অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট সাহায্যকারী, বন্ধু হিসেবে মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। মুসলমান আল্লাহর আইন-বিধান, কুরআনের নির্দেশ পালনে এগিয়ে আসে।

আল কুরআনে মানুষের জন্য কোন্ জিনিস বেশি ক্ষতিকর (হারাম), কোন্ জিনিস কম ক্ষতিকর (মাকরূহ) তা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কুরআনে যা কিছু হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তা শুধু মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর নয়; সমগ্র মানুষের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। এই হারাম-হালাল না জানার কারণে অমুসলিমরা কেউ ব্যাঙ খায়, কাঁকড়া খায়। সাপ খায়, কুকুর, বিড়াল খায়, এমনকি সেদিন ইঁদুর খেয়ে একদল মানুষ বিপাকে পড়েছে বলে কাগজে খবর বেরিয়েছে। তারা মদ্যপান করে, গাঁজা টানে। তারা কেন এটা করে? মুসলমানদের কাছে একমাত্র হারাম-হালালের বিধান আল কুরআন রয়েছে। অন্য কোনো জাতির কাছে নেই। তাই তারা জানে না, কোন্টা হারাম, কোন্টা হালাল। তাই তারা যা খুশি তা-ই খাচ্ছে। খেয়ে বিপদে পড়ছে। কোরিয়ানরা নাকি কুকুরও খায়। কোনো সভ্য দুনিয়ায় যে কেউ কুকুর খায় তা আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু কেন খায়? কুরআনের আইন-বিধান না জানার কারণে দুনিয়ার

www.bjilibrary.com

মানুষ এভাবে খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরায়, আচার-আচরণে, সামাজিকতায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, লেনদেনে পলিটিক্যাল ফিল্ডে সর্বত্র বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। নিজেরাও নানা সমস্যায় হাবুডুবু খেয়ে জর্জরিত হচ্ছে অন্য মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে, বিভ্রান্তির শিকার বানাচ্ছে।

তাই মুসলমানদের দায়িত্ব অপরিসীম। মুসলমানদের শুধু লেখাপড়া করে, চাকরি-বাকরি করে, উপার্জন করে আরাম-আয়েশে জীবন কাটানো চলবে না। তাদের কাছে রয়েছে শেষ নবী (স)-এর উপর নাযিল করা সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন। নবী করীম (স) যেভাবে আল কুরআনের আলোকে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্র ও বিভাগ ঢেলে সাজিয়েছেন, সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার, মিথ্যা আচার-অনুষ্ঠান সবকিছু নির্মূল করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল কুরআনের নির্দেশকে বাস্তবায়িত করেছেন, আজকের বিশ্বের সকল দেশের সমস্ত মুসলমানকে এই আল কুরআনের দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রতিটি মুসলমানকে কুরআন অর্থসহ যার যার ভাষায় ভালোভাবে অধ্যয়ন করতে হবে, বুঝতে হবে, অন্য মানুষকেও (মুসলিম-অমুসলিম) এই কুরআন বুঝে পড়ার জন্য আহ্বান জানাতে হবে। বিশেষ করে সকল মুসলমানকে কুরআন অবশ্যই জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং নিজের জীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে এই কুরআনের নির্দেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ দায়িত্ব পালনের জন্যই মুসলমানদেরকে জামাআতবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জামায়াতবদ্ধ হয়ে কুরআন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশ্বের কোনো একজন মুসলমানও এ দায়িত্ব এড়াতে পারে না। এ দায়িত্ব পালনের জন্যই মুসলমানদের জামাআতবদ্ধ হওয়া ফরয করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, যে জামাআত থেকে এক বিঘৎ দূরে সরে গেল, সে যেন নিজের গলা থেকে ইসলামের জোয়ালকে নামিয়ে ফেলল। ওমর (রা) বলেছেন, 'জামাআত ছাড়া ইসলাম নেই'। কাজেই মুসলমানকে ইসলামের মধ্যে থাকতে হলে তাকে জামাআতবদ্ধ হয়েই থাকতে হবে এবং জামায়াতবদ্ধ হয়ে কুরআনের দায়িত্ব পালন করতেই হবে। এই কুরআনের দিকে, আল্লাহর আদেশের দিকে দুনিয়ার সকল মানুষকে আহ্বান জানানোর দায়িত্ব পালন করতে হবে। মানুষকে সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজে বাধা দানের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাহলেই মুসলমানরা দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি পাবে। দুনিয়ার অপরাপর মানুষও যাবতীয় বিপর্যয় ও ধ্বংস থেকে বাঁচতে পারবে।

www.bjilibrary.com

এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, সমাজ ও রাষ্ট্রে যত অন্যায়, পাপ, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, ব্যভিচার, নারীধর্ষণ, নারীনির্যাতন, খুন এবং যত পাপ ও অন্যায় কাজের পেছনে রাষ্ট্রশক্তির হয় প্রত্যক্ষ না হয় পরোক্ষ সমর্থন থাকে। রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন ছাড়া এসব অন্যায় সমাজে কিছুতেই চলতে পারে না।

ইসলামী রাষ্ট্রের তৃতীয় দায়িত্ব হচ্ছে, 'অন্যায় কাজে বাধাদান করা'। এসব পাপ ও অন্যায় কাজ সমাজ থেকে নির্মূল করা। পাপ, অন্যায়, দুর্নীতি সমাজে জিইয়ে রেখে সমাজের নাগরিকদের সৎ নাগরিক, দায়িত্বশীল নাগরিক বানানো কিছুতেই সম্ভব নয়। মদের দোকান সাজিয়ে রেখে, জুয়ার লাইসেন্স সরকারিভাবে প্রদান করে, জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা, তাবলীগ জামাআতের মুরব্বীরা এবং মাদরাসার হাক্কানী আলেমগণ যত ওয়ায-নসীহত করুন না কেন, কোনোদিন মদ বন্ধ হবে না এবং যুবকদেরকে মাদকাসক্তি থেকে ফেরানো যাবে না। আল্লাহর রাসূল (স) এমন ওয়ায কোনোদিন করেননি। কুরআনে যা কিছু হারাম করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল (স) তা প্রথমেই সমাজ থেকে নির্মূল করেছেন। যেদিন মদ হারাম করা হয়েছে, সেদিন মক্কা-মদীনার সকল ঘর থেকে মদের জার উপুড় করে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। মক্কা-মদীনার অলিতে-গলিতে সেদিন বৃষ্টির মতো মদ বেয়ে গেছে। তারপর নসীহত করেছেন, মদ্যপায়ী, মদ বিক্রেতা, মদ পরিবেশনকারী, মদ প্রস্তুতকারী সবার উপর আল্লাহর লা'নত। কেউ মদ্যপায়ীর কাছে বসবে না, মদ্যপায়ী অসুস্থ হলে দেখতেও যাবে না। এসব নসীহত (উপদেশ) দিয়েছেন মদ নির্মূল করার পর। বর্তমান শতাব্দীতে ইসলামী রাষ্ট্র ইরানে মদের সব আড্ডা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কোনো মাদকদ্রব্য সেখানে পাওয়া যায় না। ফলে সেখানে ইসলামী সরকারকে এডিক্টেড যুবকদের জন্য মাদক নিরোধক ক্লিনিক খোলার জন্য অতিরিক্ত পয়সা খরচ করতে হয় না। ইরানের টেলিভিশনে যুবক-যুবতীদের একত্রে যৌন উত্তেজক কোনো চিত্র বা অনুষ্ঠান প্রদর্শন করা হয় না। ফলে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে নারীনির্যাতনের বা নারীধর্ষণের কোনো ঘটনা নেই বা সেখানে কিশোর অপরাধীদের জন্য কোনো পৃথক জেলখানা করার কোনো প্রয়োজন হয় না। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে দেশের কিশোরদের টেলিভিশনে সুন্দর সুন্দর গঠনমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করানো হয়। ফলে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে কোনো কিশোর অপরাধ নেই। ইসলামী রাষ্ট্র এভাবে সৎ কাজের অনুষ্ঠান এবং পাপ, দুর্নীতি, অন্যায় কাজে বাধাদানের দায়িত্ব পালন করে থাকে। ফলে সেখানে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকরা সৎ, আল্লাহভীরু, চরিত্রবান, দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠার সুযোগ পায় এবং এদের দ্বারা দেশ ও জাতি উপকৃত হয়।

www.bjilibrary.com

ইসলামী রাষ্ট্রে দারিদ্র্যবিমোচন ও বেকারত্ববিমোচনের গ্যারান্টি

ইসলামী রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় ও বিলিবণ্টনের ব্যবস্থা করে থাকে। এ কথা আমি ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। বর্তমান বিশ্বের পুঁজিবাদী সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় ধনী ব্যক্তির ধন পুঞ্জীভূত হয়ে সম্পদের পাহাড় বাড়ছে, আর দরিদ্র ব্যক্তি নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হচ্ছে। ইসলামী অর্থনীতিতে ধনীর সম্পদের পাহাড় গড়ার কোনো সুযোগ নেই। ধনীর সম্পদ যাকাত ও উশরের মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে তা আদায় হবে, রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালে জমা হবে এবং দরিদ্রের মাঝে এমনভাবে বিলিবণ্টন করা হবে, যেন দরিদ্র ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় এবং তার দারিদ্র্য দূর হয়। এমনকি যাকাতের অর্থ দিয়ে কোনো ব্যক্তিকে ব্যবসায়ের পুঁজি দিয়ে তার ব্যবসা করার সুযোগ করে দিলে বা দেশের বেকার যুবকদের রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালের যাকাতের অর্থ থেকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিলে এমন হতে পারে যে, সে ব্যক্তি যাকাত দেবার মতো অর্থের অধিকারী হয়ে যেতে পারে।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সরকার জমির মালিকের জমির উপরে ট্যাক্স আদায় করে থাকে; জমিতে ফসল হোক আর না হোক। ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় জমির ফসলের উপর 'ওশর' (দরিদ্রের জন্য কুরআনে নির্ধারিত ফসল) নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ফসল ৩০ মণের কম হলে কোনো উশর নেই। আল্লাহর রৌদ্র-বৃষ্টিতে যে ফসল ফলে যেমন– সুপারি, নারিকেল, ইত্যাদি এক-দশমাংশ উশর দিতে হবে। আর যে ফসল সেচ পানি খরচ করে ফলাতে হয়, সে ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করে থাকে। ধান, গম, মুসুরি, সরিষা শুকনো জিনিসের উশর ইসলামী রাষ্ট্র এভাবে আদায় করে থাকে।

সোনা, রুপা, টাকা-পয়সার যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণ স্বেচ্ছায় ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালে জমা দিয়ে থাকেন। কুরআনের শিক্ষা এবং রাসূল (স)-এর হাদীসের শিক্ষাই ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালে তাদের যাকাত জমা দিতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

যাকাত ও উশরের এসব অর্থ ইসলামী রাষ্ট্র সর্বপ্রথম দেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে অর্থাৎ দারিদ্র্যবিমোচন হলে, দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে ব্যয় করে থাকে। একজন বেকার, একজন দরিদ্র, একজন অসহায় থাকা পর্যন্ত কোনো উন্নয়নমূলক কাজে যাকাত ও উশরের অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

www.bjilibrary.com

পশুর উপরও ইসলামী রাষ্ট্র যাকাত আদায় করে থাকে। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যেসব পশু পালন করা হয়, সেসব পশুর উপর ইসলামী রাষ্ট্র যাকাত আদায় করে থাকে। ২০টি গরুর একটি গরু ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালে জমা হবে। ৪০টি ছাগলের ১টি ছাগল বায়তুল মালে জমা হবে।

যেসব পশুকে কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয় বা গাড়ি টানা হয়, ঘানি টানা হয় সেসব পশুর কোনো যাকাত নেই। নিত্য ব্যবহৃত সোনা-রুপা কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের কোনো যাকাত নেই। এমনিভাবে ইসলামী রাষ্ট্র দেশের দারিদ্র্যবিমোচনে ও বেকারত্ব দূরীকরণে কুরআন-সুন্নাহর বিজ্ঞানসম্মত অর্থব্যবস্থা অবলম্বনে যথার্থ ভূমিকা পালন করে থাকে, যা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোনোকালে সম্ভব নয়।

ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাত, উশর কুরআনে বর্ণিত ৮টি খাতে ব্যয় করে থাকে। বেকার এবং বন্দীদের জন্যও যাকাতের অর্থব্যয় করার নির্দেশ কুরআনে রয়েছে। কোনো ঋণগ্রস্ত যদি ঋণ পরিশোধে অপরাগ হয়ে পড়ে তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মাল থেকে তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে থাকে। রাসূল (স) বলতেন, ইয়াতীম সন্তানদের জন্য পিতা যে সম্পদ রেখে যায় তার মালিকানা ইয়াতীম সন্তানের। আর ইয়াতীমের পিতা যে ঋণ রেখে যায়, তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্র ধনী-নির্ধন, ইয়াতীম-মিসকীন সবার জন্য একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে থাকে। আর এ জন্যই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ইসলামী দল মানুষের কল্যাণার্থে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে; কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা এবং বিভিন্ন দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীরা না বুঝে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরোধিতা করছে এবং দেশের দরিদ্র অসহায় মানুষকে দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার মাঝে নিমজ্জিত করে রাখছে। শুধু তা-ই নয়; নিজেদেরকে সর্বহারার দল, কৃষকের দল বলে দরিদ্র জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছে।

সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক, একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দারিদ্র্যবিমোচন ও বেকারত্বের সমাধান হবে না। একমাত্র যেদিন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হবে, সেদিন দারিদ্র্যবিমোচনসহ বেকার এবং দরিদ্র জনগণের দুঃখ-দুর্দশার অবসান হবে। তাদের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার গ্যারান্টি একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাই দিতে পারে। অন্য কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়।

www.bjilibrary.com

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় দারিদ্র্যবিমোচনে শোষণের সকল পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সুদ শোষণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। আল কুরআনে তাই সুদকে হারাম করে ঘোষণা করা হয়েছে, 'সুদদাতা, সুদ গ্রহীতা উভয়ে জাহান্নামে যাবে'। আরো বলা হয়েছে, 'তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া বর্জন কর, তোমরা লোকদের কর্জে হাসানা দাও' (সূরা আলে ইমরান : ১৩০)। যারা এ নির্দেশ নাযিল হওয়ার পরও সুদ গ্রহণ করবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে সুদের সকল পথ বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে সুদমুক্ত সমাজে দরিদ্র জনগণকে শোষণের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। দেশের সম্পদ দেশের মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কুক্ষিগত হবে না। এমনিভাবে জুয়া, মজুদদারী, কালোবাজারী ইত্যাদি এবং যাবতীয় অন্যায় পথে আয়ের এবং অন্যায় পথে ব্যয়ের পথ ইসলামী রাষ্ট্র বন্ধ করে দেয়। পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহর নৈতিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করে থাকে ইসলামী সরকার। দেশের জনগণও দারিদ্র্যবিমোচনে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার এবং জনগণ মিলে এ রাষ্ট্রকে জনগণের কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করে থাকে।

ইসলামী রাষ্ট্র বেকার যুবকদের জন্য যতদিন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারবে, ততদিন রাষ্ট্রীয় বায়তুল মাল থেকে ভাতা প্রদান রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।

ইসলামী রাষ্ট্রে দেশের ধনী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, কৃষক এবং ধনী পশুপালকদের সঞ্চিত অর্থ এবং ফসল থেকে, পালিত পশু থেকে কিভাবে হিসাব করে বছরে যাকাত, উশর, পশু রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালে জমা করে থাকে, তা আমি আগেই বলেছি। বাংলাদেশে এ রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালে যাকাত ও উশরের এবং পালিত পশুর যে অর্থ সঞ্চিত হবে তার পরিমাণ হবে দুই থেকে আড়াই হাজার কোটি টাকা। প্রতি বছর ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের নামাযী, ঈমানদার, সরকারি কর্মচারীরা এ অর্থ ধনী বিত্তশালীদের কাছ থেকে আদায় করে রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালে জমা দেবে। এ অর্থ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্যও ব্যয় করা হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের অর্থ থেকে বেকার যুবকদের ব্যবসায়ের পুঁজি দিয়ে, রিকশা, বেবি দিয়ে, বিদেশে পাঠিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেবে। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে বেকার যুবকদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসবে এবং দশ থেকে বিশ বছরের মধ্যে একজন বেকার যুবকও কর্মহীন থাকবে না এবং একজন দরিদ্র অসহায় মেয়েও রাস্তায় বা পতিতালয়ে পাওয়া যাবে না। ফলে সমাজে যে

www.bjilibrary.com

নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে তাতে দেশের প্রতিটি তরুণ-তরুণী নৈতিক চরিত্রবান আদর্শ সচেতন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ পাবে, ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

বনী আদম সন্তান, মানবশিশু পিতামাতার স্নেহবঞ্চিত হয়ে শিশু সদনে লালিত হচ্ছে। বড় হয়ে এসব পিতৃমাতৃ পরিচয়হীন শিশু নিজেকে পৃথিবীতে অসহায়ভাবে, জীবনের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে সমাজে কিশোর অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা বঞ্চিত শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে নারীজাতির প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ফলে অনেক শিশু বড় হয়ে নারীহত্যায় লিপ্ত হয়। আমেরিকার এমনি এক অপরাধী যুবক তার জীবনে বহু নারীকে হত্যা করেছে। এসব অপরাধের জন্য পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থাই যে দায়ী, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কোনো মুসলিম দেশের (ইসলামী রাষ্ট্র যদি নাও হয়) কোনো মুসলিম যুবক এ ধরনের নারীবিদ্বেষী হয়ে নারীহত্যায়, নারীধর্ষণে লিপ্ত হয়েছে এমন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।

বর্তমানে ইসলাম বিবর্জিত পাশ্চাত্যঘেঁষা, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত, মুসলিম দেশগুলোতে পাশ্চাত্যের অনুরূপ নারীনির্যাতন, নারীহত্যা, ধর্ষণ, তালাক, বিচ্ছেদ শুরু হয়ে গেছে। এসব নারীদের জীবন, ইয্যত-সম্মান ও অধিকার রক্ষার জন্য দ্রুত মুসলমানদের জন্য আল্লাহর দেওয়া আল কুরআনের আইন তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ـ

'তোমাদের কী হলো যে, তোমরা ঐসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের খাতিরে লড়াই করছ না, যাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে এবং যারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালিমদের এ বস্তি থেকে উদ্ধার করো। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারীর ব্যবস্থা করো।' (সূরা নিসা : ৭৫)

www.bjilibrary.com

কোন্ জনপদের নারী, শিশু, পুরুষরা অসহায় ও দুর্বল? যে জনপদে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা নেই। কোন্ জনপদের অধিবাসীরা যালিম? যে জনপদের অধিবাসীরা আল্লাহর আইন মানে না, আল্লাহর আইন অনুযায়ী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে না। সেই জনপদের অধিবাসীদের কুরআনে যালিম বলা হয়েছে। কোন্ জনপদ থেকে অসহায় নারী-পুরুষেরা মুক্তি চায়, বের হয়ে যেতে চায়? যে জনপদে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত নেই বলে মানুষ অধিকারবঞ্চিত হয়, মানুষ যালিম মানুষ দ্বারা শাসিত বঞ্চিত হয়, নির্যাতিত হয়, এমন জনপদ থেকে অসহায় মানুষের আত্মা মুক্তি পেতে চায়। কারা আজ অসহায় নারী-পুরুষ, শিশুদের সাহায্যকারী বন্ধু? যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন ইনসাফ, সুবিচার, কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্তিদানের জন্য তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে, জিহাদ করে তারাই পৃথিবীর বুকে অসহায় মানুষের সাহায্যকারী বন্ধু।

তারপর পরবর্তী সূরা নিসার ৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

'যারা মুমিন (আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী) তারা আল্লাহর পথে (আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য) সংগ্রাম করে লড়াই করে। যারা কাফির (আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী) তারা তাগূতের (সীমা লঙ্ঘনের) পথে অন্যায়ের পথে লড়াই করে। এসব শয়তানের সঙ্গী-সাথীদের সাথে লড়াই করে যাও। শয়তানের ষড়যন্ত্র আসলেই দুর্বল।'

আল কুরআনের উক্ত আয়াতে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে, যারা ঈমানের দাবি করে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে তাদের ঈমানের দাবি হচ্ছে, আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য, ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা, লড়াই করা। আর যারা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী তারা সংগ্রাম করে ন্যায়ের বিরুদ্ধে। সমাজে, রাষ্ট্রে, যুলুম শোষণ নির্যাতন চালায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এদেরকে আল্লাহ তাআলা শয়তানের সঙ্গী-সাথী বলেছেন এবং এরা যতই ন্যায়ের বিরুদ্ধে খোদাদ্রোহিতার পথে ষড়যন্ত্র করুক, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করুক, এটা কোনোদিন সাফল্য লাভ করবে না। আল্লাহ বলেন, এদের ষড়যন্ত্র আসলে দুর্বল। কারণ, আল্লাহর সাহায্য এদের সঙ্গে থাকে না। কাজেই এরা দুর্বল হতে বাধ্য। সমাজের এবং পৃথিবীর যেখানে যে দেশেই হোক মানুষের কল্যাণের জন্য মানবতার মুক্তির স্বার্থে এসব শয়তানের সঙ্গী-সাথীদের সাথে মানুষ শয়তানদের

www.bjilibrary.com

সাথে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের লড়াই করে যেতেই হবে। ঈমানদার বা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীরা যদি মানুষ নামের এসব শয়তানদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে, তাহলে খ্রিস্টান সার্ব শয়তানদের, ইহুদি রুশ ভল্লুকদের, ইহুদি ইসরাঈল শয়তানদের, হিন্দু ভারতীয় আগ্রাসী শয়তানদের, বার্মার মানুষ খেকো বৌদ্ধ শয়তানদের সর্বগ্রাসী মানববংশ ধ্বংস করার হত্যাযজ্ঞে লাখ লাখ মানুষের জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই এসব মানুষরূপী শয়তানদের বিরুদ্ধে ঈমানদারদের লড়াই করে যেতেই হবে। অন্যথায় দুর্বল নারী, শিশু, পুরুষ, যুবক কারো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। নারীদের দুর্গতির অবসানতো হবেই না। একমাত্র ইসলামী সমাজব্যবস্থা, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাই নারীর ইয্যত, সম্মান, মর্যাদা ও অধিকারের গ্যারান্টি দিতে পারে।

বিশ্বের বুকে সর্বপ্রথম নারীকে প্রকৃত মর্যাদা দিয়েছে ইসলাম। নারীকে চিরকালের লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও অপমান থেকে মুক্তি দিয়ে সমাজে সম্মান-মর্যাদা ও অধিকার দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে ইসলাম।

খ্রিস্ট জগৎ তো নারীকে নরকের দ্বার, ডাইনি, সকল পাপের উৎস অভিহিত করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যও নারীকে দায়ী করেছে এবং এর জন্য নারীদের জবাই করে হত্যা করে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়; বড় বড় মনীষীরা পর্যন্ত চিন্তা করত নারীর আত্মা আছে কি না। এ নিয়ে তারা রীতিমতো আলোচনা করত।

হিন্দুধর্মে নারী বেদ স্পর্শ করতে পারে না। পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর কোনো অধিকার নেই আজও। খ্রিস্ট জগৎ এই সেদিন মাত্র নারীদের শিক্ষার সুযোগ দিয়েছে, সম্পত্তির অধিকার দিয়েছে। খ্রিস্টধর্মেও নারীর পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে কোনো অধিকার ছিল না। আজও হোয়াইট হাউজে নারী-পুরুষের বেতন সমান নয়। আমেরিকায় আজ পর্যন্ত কোনো মহিলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়নি। পাশ্চাত্য জগৎ ঘরে-বাইরে দ্বৈত শ্রমে নারীকে বাধ্য করে নারী স্বাধীনতার বুলি আওড়াচ্ছে। অথচ ঘরে-বাইরে দ্বিমুখী শ্রম দিয়ে পাশ্চাত্য নারী আজ দিশেহারা। না স্বামী সন্তানের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারছে। ফলে স্বামী-সন্তানের স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধন হারাচ্ছে, বাইরে কাজ করতে গিয়ে নিজের সম্মান-মর্যাদা সতীত্ব সবকিছু হারাচ্ছে। পর পুরুষের ধর্ষণ, নির্যাতন, হত্যার শিকার হচ্ছে।

www.bjilibrary.com

ইসলাম সাড়ে চৌদ্দ শ' বছর আগেই দুনিয়ায় সর্বপ্রথম নারীকে শিক্ষার অধিকার দিয়েছে। নারীমুক্তির দিশারী মহানবী (স) বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ .

'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য ফরয।' এভাবে ইসলাম নারীর জন্য সাড়ে চৌদ্দ শ' বছর আগেই জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

ইসলামই সর্বপ্রথম নারীকে অর্থনৈতিক অধিকার দিয়ে সমাজে ও পরিবারে সম্মানজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পিতার সম্পত্তিতে কন্যার, স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর এবং ছেলের সম্পত্তিতে পিতামাতার অধিকার ইসলামই সর্বপ্রথম ধার্য করেছে, অন্য কোনো ধর্ম-মতবাদ এমন সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নারীর জন্য দিতে পারেনি। আজও এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য যুগে হিন্দুধর্মে সম্পত্তিতে নারীর কোনো অধিকার নেই। কন্যা পিতার অধীনে, স্ত্রী স্বামীর অধীনে, মা ছেলের অধীনেই জীবন কাটাতে হয়। সেদিন এক কনফারেন্সে একজন হিন্দু শিক্ষিতা মহিলা তার এই অসহায়ত্বের কথা জানালেন যে, তার বাবা কোটিপতি। আজ বাবা নেই বলে বাবার সম্পত্তিতে তার মেয়ে হয়েও আমার কোনো অধিকার নেই। আপনারা এ ব্যাপারে সোচ্চার হোন। কিন্তু আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো যে, আমাদের তথাকথিত নারীস্বাধীনতার ধ্বজাধারীরা হিন্দুধর্মের ছেলেমেয়ের মধ্যে এই অসমতা নিয়ে কোনো কথা বলেন না। তারা কেবল ইসলাম ছেলেমেয়েদের মধ্যে বৈষম্য করেছে বলে চিৎকার করে অন্ধকে হাতি দেখানোর মতো যা তা বলে বেড়াচ্ছেন মূর্খের মতো। কিন্তু হিন্দুধর্মে যে এত অবিচার, এত বৈষম্য, এত লাঞ্ছনা তা যেন তারা দেখতেই পাচ্ছেন না। আসলে ইসলামের প্রতিই তাদের যত অন্ধবিদ্বেষ। আর ইসলামের প্রতি তাদের এই অন্ধ বিদ্বেষের প্রধান কারণ হলো, ইসলাম তাদের লাগামহীন জন্তু-জানোয়ারের মতো সমাজব্যবস্থার বিরোধী। ইসলাম চায় পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, সুষ্ঠু পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা আর এসব নারীস্বাধীনতার ধ্বজাধারীরা চায় রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনের জীবন। তাই হিন্দু ধর্মের প্রতি তাদের কোনো ক্ষোভ নেই। ক্ষোভ যত ইসলামের উপর। কারণ, ইসলামী সমাজব্যবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে, রাস্তায় রাস্তায়, পথেঘাটে, পতিতালয়ে মেয়ে লোক পাওয়া যাবে না। যেখানে সেখানে মদ খেয়ে নারী-পুরুষের মাতলামী ঢলাঢলি করা যাবে না। সুদ খেয়ে, ঘুষ খেয়ে, জুয়া-লটারি খেলে গরীবের রক্ত শোষণ করে রাতারাতি বড় লোক হওয়া যাবে না। তাই ইসলামের প্রতি যত বিদ্বেষ। কিন্তু আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে, ইসলামী সমাজে ইসলামের নৈতিক শিক্ষার প্রভাবে মানুষ এতখানি

www.bjilibrary.com

নৈতিক চরিত্রবান, মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবনে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি সম্পর্কে সচেতন হবে যে, তারা স্বেচ্ছায় সুদ ঘুষ খাবে না, লটারির উপার্জনকে ঘৃণা করবে, নারীর প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকাবে না, মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত– এই জ্ঞানের কারণে নারীর প্রতি এমন সম্মান প্রদর্শন করবে যে, একজন নারী স্বর্ণালংকার পরিহিত অবস্থায় মাইলের পর মাইল হেঁটে যাবে, কেউ তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে না। আল্লাহর রাসূল (স) ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে বলেছেন, (যখন নারী বেচাকেনা হতো এবং নারীর কোনো মর্যাদা বা কোনো রকম অধিকার ছিল না।) আমি আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে এমন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করব, যেখানে একজন নারী স্বর্ণালংকার পরিহিত অবস্থায় সান'আ থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত (প্রায় ৫০০ মাইল) হেঁটে যাবে, কেউ তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে না। কুরআনের নৈতিক শিক্ষার প্রভাবেই তা সম্ভব হয়েছিল। কঠিন যুদ্ধের সময়ও ইসলামের সৈনিকেরা বিজিত দেশের নারী ও শিশুদের রক্ষা করেছে। ইসলামের সৈনিকেরা দেশের পর দেশ জয় করেছে। ক্ষমতা দখলের জন্য নয়; বিভ্রান্ত ক্ষমতাসীনদের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে আল্লাহর আইন, আল কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য। যাতে আল্লাহর পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি নারী-পুরুষ ইনসাফ, সুবিচার কল্যাণ লাভ করতে পারে। মানুষের মতো মানুষের অধিকার নিয়ে পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকতে পারে। নারীও মা হিসেবে, কন্যা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে সম্মান, মর্যাদা অধিকার নিয়ে সমাজে পরিবারে বসবাস করতে পারে। মানুষ গড়ার জাতি গড়ার যেমহান দায়িত্ব মা হিসেবে নারীর উপর ন্যস্ত করেছে ইসলাম, তা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে এবং নারীজাতি পৃথিবীকে আদর্শ মানুষ উপহার দিতে পারে। যাদের দ্বারা পরিবার, সমাজ, জাতি, পৃথিবী উপকৃত হবে। তেমন কল্যাণের সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের সৈনিকেরা দেশের পর দেশ জয় করেছে। তাদের অধিকার নিয়ে এসেছে মানুষের কল্যাণের জন্য, মানবতার মুক্তির জন্য। আজ পৃথিবীর মানুষ, বিশেষ করে ইসলামের অনুসারীরা, মুসলমানরা আল কুরআনের আইন এবং রাসূলের (র) মহান শিক্ষা থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছে। ফলে পৃথিবী আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। পৃথিবী আজ মনুষ্যবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সেখানে নারী আজ ইসলামপূর্ব আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগের এমনকি তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় পতিত হয়েছে। পুরুষের সস্তা ভোগের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে নারী। ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার অভাবে আজ পাশ্চাত্যের নারীরা তাদের ঘর, স্বামী, সন্তান সবকিছু হারিয়েছে। নারীস্বাধীনতার নামে পাশ্চাত্য নারীকে অর্থোপার্জনের বোঝা, সন্তান পেটে ধারণের বোঝা, সন্তান প্রতিপালনের,

www.bjilibrary.com

সংসারের সমস্ত ঘানি টানার বোঝা সব একা টানতে হচ্ছে। তদুপরি নারীস্বাধীনতার নামে বাইরে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করতে গিয়ে নারী ধর্ষিতা হচ্ছে। সমাজে লাঞ্ছিতা অপমানিতা হচ্ছে। অবশ্য এখন আর পাশ্চাত্য নারীরা ধর্ষিতা হলে, জারজ সন্তান গর্ভে ধারণ করলে সমাজে নিন্দিত হয় না। পাশ্চাত্য নারীরা তাদের জারজ সন্তানদের পরিচয় দেয় বয় ফ্রেন্ডের বাচ্চা, পুরুষরা গার্ল ফ্রেন্ডের বাচ্চা বলে। কিন্তু দুঃখজনক হলো, পাশ্চাত্য নারীদের সন্তানের দায়িত্ব তাদের বয় ফ্রেন্ডরা বেশি দিন বহন করে না। আমেজ ফুরিয়ে গেলেই গার্লফ্রেন্ডকে বাচ্চাসহ ফেলে চলে যায়। তাতে পাশ্চাত্যের আইনেও কোনো দূষণীয় নয়। কারণ, বয়ফ্রেন্ড তো তাকে বিয়ে করেনি। কাজেই সে বাচ্চার দায়িত্ব বয়ফ্রেন্ডকে বহন করতে হবে এমন কোনো আইন পাশ্চাত্য সমাজে নেই। ফলে পাশ্চাত্যের নারীদের নিজের এবং সন্তানের ব্যয়ভারের বোঝা পাশ্চাত্য হতভাগী কুমারী মাকেই বহন করতে হয়। কুমারী মা সন্তান এবং নিজের বোঝা বহনে অধৈর্য হয়ে গেলে সে সন্তান কোনো শিশু সদনে স্থান লাভ করে।

ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর কর্মসংস্থান

ইসলাম নারীর উপর অর্থোপার্জনের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়নি। পুরুষকে বাধ্য করেছে তার স্ত্রী, সন্তানের, পিতামাতা, ভাইবোনের দায়িত্ব পালনে। মানুষের যিনি একমাত্র স্রষ্টা, যিনি নারী-পুরুষ উভয়রেই স্রষ্টা, একমাত্র তিনিই জানেন, নারীর এমন কিছু একক দায়িত্ব রয়েছে, যার অংশীদারিত্বে কেউ অংশীদার হতে পারে না। এমনকি স্বামীও না। আর তা হচ্ছে সন্তান গর্ভে ধারণের কষ্ট, সন্তান প্রসবের কষ্ট, সন্তানকে স্তন্যদান ও প্রতিপালন। এ দায়িত্ব নারীকে এককভাবে পালন করতে হয়। এসব একক দায়িত্ব এতো কঠিন, এত কষ্টকর, এতো গুরুত্বপূর্ণ, যার কোনো একটার অবহেলার কারণে সমাজে, পরিবারে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। এসব দায়িত্ব পালনে একজন নারীকে কত কষ্ট করতে হয়, কত ধৈর্য-সবর করতে হয় তা আল্লাহ তাআলাই একমাত্র জানেন। আর জানেন বলেই নারীর বহুমুখী দায়িত্বের প্রতি লক্ষ রেখে নারীকে অর্থোপার্জনের কঠিন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

তবে হ্যাঁ, কোনো নারী যদি সংসারের অসচ্ছলতার কারণে অর্থোপার্জনের দায়িত্ব পালন করতে চায় এবং স্বামীকে সাহায্য করতে চায়, তবে স্ত্রী তা করতে পারে। ইসলাম তার প্রতিবন্ধক হবে না। তবে শর্ত হচ্ছে–

১. বাইরের যে কোনো দায়িত্ব পালনে ইসলামের সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না। নারীকে ইসলামী পর্দা রক্ষা করে কাজ করতে হবে।

www.bjilibrary.com

২. নারীর উপযোগী কাজ নারীকে দিতে হবে।

৩. নারীর কর্মক্ষেত্র পুরুষ থেকে পৃথক হতে হবে অথবা পর্দা রক্ষা করে কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. নারীকে অর্থোপার্জনে জোরপূর্বক বাধ্য করা যাবে না। নারী স্বেচ্ছায় এবং প্রয়োজনে বাইরে অর্থোপার্জনের দায়িত্ব পালন করতে চাইলে করতে পারে।

৫. নারীর উপার্জিত 'অর্থের মালিকানা সম্পূর্ণরূপে নারীর'। এ অর্থে জোরপূর্বক কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এ অর্থ নারী স্বাধীনভাবে তার ইচ্ছেমতো ব্যয় করতে পারবে। কেউ কোনোরূপ বাধা প্রদান করতে পারবে না।

৬. স্ত্রী যতই অর্থোপার্জন করুক, যত অর্থের মালিকানা তার থাক না কেন; স্ত্রীর ভারণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীকে পালন করতেই হবে। এ দায়িত্ব স্বামী এড়াতে পারবে না। এটাই আল্লাহর আইন।

এ ধরনের ব্যবস্থাপনায় ইসলামী রাষ্ট্রে মহিলারা নিশ্চিন্ত নিরাপদে বাইরের কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে পারবে। বাইরের কাজে তাদের সম্মান, ইয্যত, নিরাপত্তা কোনোরূপ বিঘ্নিত হবে না। ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব ক্ষেত্রে নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে, যেসব ক্ষেত্রে মহিলারা নিশ্চিন্ত নিরাপদে তাদের কাজ করতে পারে তা হচ্ছে–

ক. দেশের প্রাইমারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ, এগুলো মেয়েদের কর্মসংস্থানের জন্য নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

খ. গার্লস স্কুল, গার্লস কলেজ, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা মেডিক্যাল কলেজ, মহিলাদের জন্য পৃথক মহিলা হাসপাতাল ইত্যাদিতে মেয়েদের জন্য সম্মানজনক এবং নিরাপত্তামূলক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ইসলামী রাষ্ট্রে করা যেতে পারে।

এছাড়া মধ্যবিত্ত দরিদ্র মেয়েদের কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন এবং কুটির শিল্পের সহায়তা প্রদান করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। দরিদ্র মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে পুকুরে মৎস্য চাষ সহায়তা প্রদান করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

এভাবে ইসলামের সীমা লঙ্ঘন না করেও ইসলামী রাষ্ট্রে মহিলাদের জন্য বাইরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে, ইনশাআল্লাহ।

www.bjilibrary.com

ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক

ইসলাম প্রতিবেশীর সাথে এবং প্রতিবেশী দেশের সাথে অত্যন্ত উন্নত সুসম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দেয়।

প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্কে ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, প্রতিবেশীর হক (অধিকার) সম্পর্কে আমাকে এত বেশি তাকীদ দেওয়া হয়েছে যে, আমার মনে হচ্ছিল প্রতিবেশীকে বুঝি সম্পত্তির অধিকারও দেওয়া হবে; কিন্তু তা হয়নি। এছাড়া সব রকমের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেশী সম্পর্কে নবী করীম (স) বলেছেন,

১. 'ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয়, যে তার প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে পেটপুরে খায়।' মুসলিম হোক, অমুসলিম হোক সব প্রতিবেশী সম্পর্কেই ইসলামের এ নির্দেশ।

২. মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক, 'প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেতে হবে। তার সেবা করতে হবে। এটা প্রতিবেশীর হক।'

৩. 'প্রতিবেশীর ঘরের আলো-বাতাস বন্ধ করে ঘর তোলা যাবে না।' অর্থাৎ প্রতিবেশীর জন্য আলো-বাতাসের ব্যবস্থা রেখে ঘর তুলতে হবে। দালান-কোঠা যাই করা হোক, প্রতিবেশীর জন্য আলো-বাতাস বন্ধ করে ঘর তুলতে আল্লাহর রাসূল (স) মানবতার নবী নিষেধ করেছেন। প্রতিবেশী মুসলিম-অমুসলিম যেই হোক।

৪. দরদি নবী (স) আরো বলেছেন, 'তোমরা যা রান্না করো ঝোল একটু বেশি দাও এবং প্রতিবেশীর খোঁজ নাও।' অর্থাৎ প্রতিবেশীকে একটু পাঠাও।

৫. 'তোমার প্রতিবেশী যদি তোমাকে এক টুকরো বকরির পায়াও পাঠায়, তাও তুমি খুশিমনে গ্রহণ করো।' প্রতিবেশী কারা– এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, দরদি নবী (স) বলেছেন, 'তোমার বাঁয়ে চল্লিশ ঘর, তোমরা সামনে চল্লিশ ঘর, তোমার পেছনে চল্লিশ ঘর– এরা সব তোমার প্রতিবেশী। তবে তোমার কাছে যার ঘরের দরজা, তার অগ্রাধিকার রয়েছে।'

৬. ফল-ফলাদি ঘরে আনলে প্রতিবেশীর সন্তানদের জন্য পাঠাও। না পাঠাতে পারলে ফলের খোসা বাইরে ফেলবে না। তাতে ঐসব প্রতিবেশীর মনে কষ্ট হতে পারে, যারা তাদের সন্তানদের ফল এনে দিতে পারে না। কত নিখুঁত দরদি নবী!

www.bjilibrary.com

প্রতিবেশীর প্রতি এ ধরনের মানবতাসুলভ আচরণ একমাত্র ইসলামের নবীই তার অনুসারীদের শিক্ষা দিয়েছেন। যা বর্তমান সভ্য দুনিয়ার কোনো ধর্ম, কোনো মতবাদ তার অনুসারীদের শিক্ষা দিতে পারেনি।

যে ইসলাম প্রতিবেশীর প্রতি এ ধরনের মানবতাসুলভ আচরণের নির্দেশ দেয়, সে ইসলাম প্রতিবেশী দেশের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখার এবং পারস্পরিক সম্মানজনক আচরণেরই নির্দেশ দেয়। এটা স্বাভাবিক।

আল কুরআনে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 'অমুসলিমরা যদি তোমাদের সাথে চুক্তি রক্ষা করে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে চুক্তি রক্ষা করো এবং তাদের নিরাপত্তা প্রদান করো।'

'যারা তোমাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের সাথে তোমরাও চুক্তি ভঙ্গ করো।' অর্থাৎ তাদের সাথে কোনো চুক্তি থাকবে না, যারা চুক্তি ভঙ্গ করে। এই মূলনীতির ভিত্তিতে কোনো প্রতিবেশী দেশ যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের চুক্তি রক্ষা করে চলবে, ততক্ষণ রাষ্ট্র তার প্রতিবেশী দেশের সাথে চুক্তি রক্ষা করে চলবে। কিন্তু কোনো প্রতিবেশী দেশ যদি ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে, ইসলামী রাষ্ট্র আক্রমণ করে বসে বা ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রও তার সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে তার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার ব্যবস্থা করবে। এটাই আল্লাহর আইন।

প্রতিবেশী দেশের সাথে প্রতিবেশীসুলভ সুসম্পর্ক এবং সম্মানজনক পররাষ্ট্রনীতি ইসলামী রাষ্ট্র সব সময় অনুসরণ করে চলবে।

প্রতিবেশী দেশ অমুসলিম হলেও তাদের সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন, বাণিজ্য চুক্তি সবকিছু চলবে তাতে ইসলামে কোনো বাধা নেই। কিন্তু সুদভিত্তিক কোনো লেনদেন ইসলামী রাষ্ট্র করবে না। ব্যবসাভিত্তিক লেনদেন চুক্তি হবে প্রতিবেশী দেশের সাথে।

পবিত্র কুরআনে যাকিছু হারাম (নিষিদ্ধ) করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে, সেসব জিনিস প্রতিবেশী দেশে ইসলামী রাষ্ট্র আমদানি বা রপ্তানি করবে না এবং উৎপাদনও করবে না।

ইসলামী রাষ্ট্র তার প্রতিবেশী দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে পারে, ইসলামী নীতি ও আইনানুযায়ী তার দেশ পরিচালনার আহ্বান

www.bjilibrary.com

জানাতে পারে, জনগণের কল্যাণের স্বার্থে দাওয়াত কবুল করার জন্য কোনো জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। আল কুরআনে পরিষ্কার নির্দেশ لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ তথা 'ধর্মে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।'

'ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার এবং জনগণ, মুসলিম, অমুসলিম, যারা ইসলামের কল্যাণকর বিধান জানে না, তাদেরকে ইসলামের মানবতাবাদী কল্যাণের বিধানের দিকে দাওয়াত দেবে এবং এ দা্ওয়াতী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ইসলামী রাষ্ট্রকে কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য জনগণের নৈতিক চরিত্রবান নাগরিকরূপে গড়ে তোলার জন্য।

প্রতিবেশী দেশের জনগণকেও ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবে। যেহেতু ইসলামই আল্লাহর দেওয়া নির্ভুল জীবনব্যবস্থা, সার্বিক কল্যাণকর জীবনব্যবস্থা। যে জীবনব্যবস্থা মানুষকে মানুষ বানায়। মানুষকে মানবতাবোধ শিক্ষা দেয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে, অপর মানুষের সঙ্গে সৎ আচরণের শিক্ষা দেয়, একজন মানুষকে নৈতিক চরিত্রবান আদর্শ নাগরিকে পরিণত করে। ইসলামের নৈতিক মানবতাবাদী শিক্ষা ছাড়া কোনোদিন প্রতিবেশী দেশ প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না। প্রতিবেশী দেশ প্রতিবেশী দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে না, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অশান্তি লেগেই থাকবে। মানুষের জীবন ধ্বংস হতেই থাকবে। এ জন্যই মানবতাবাদী ইসলামের দিকে দেশে রাষ্ট্রপ্রধানকে, তার জনগণকে ইসলামের মহান শিক্ষার দিকে আহ্বান জানানো ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের এবং জনগণের ঈমানী দায়িত্ব কিন্তু কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা জনগণ যদি সে দাওয়াত গ্রহণ না করে, তাহলে জোর-জবরদস্তি করে বা যুদ্ধ করে সে দাওয়াত তাদেরকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা ইসলামী রাষ্ট্র বা জনগণের দায়িত্ব নয়।

পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী করার জন্য, মানুষকে মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রদানের জন্য, অন্যায় যুদ্ধে মানুষের জীবন ধ্বংস থেকে রক্ষার জন্য, অন্যায় যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধের জন্য ইসলামের মহান মানবতা শিক্ষার ব্যাপক প্রচার পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রই এ দায়িত্ব পালন করতে পারে।

www.bjilibrary.com

সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে বাধাদান ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব

সৎ কাজের আদেশ দান, অসৎ কাজে বাধাদান প্রতিটি মুমিন-মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। প্রতিটি মুমিন নর-নারীকে আল্লাহ তাআলা এ কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে,

'মুমিন নারী, মুমিন পুরুষ তারা পরস্পরের সাথী বন্ধু। তারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করে চলে। এদের উপর শীঘ্রই আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মহাপরাক্রান্ত মহাবিজ্ঞানী। এসব মুমিন নারী-পুরুষদের আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা বহমান, যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, যে চিরস্থায়ী জান্নাতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র বাসস্থান এবং আল্লাহর মহান সন্তুষ্টি। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য।' (সূরা তাওবা : ৭১-৭২)

যেসব মুসলিম নারী-পুরুষ আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, তাঁর কিতাব কুরআন এবং যারা আখিরাতের জীবনের প্রতি ঈমান রাখেন বলে দাবি করেন, তাদের এ দায়িত্ব পালন করতেই হবে। এটা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এবং যারা এ দায়িত্ব পালন করেন, তাদেরকেই আল্লাহ তাআলা জান্নাত লাভের ওয়াদা দিয়েছেন। কাজেই কারা জান্নাত লাভ করবে, কী দায়িত্ব পালন করে জান্নাত লাভ করা যাবে, তা আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিও এ নির্দেশ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

'তারা (মুসলমানরা) পৃথিবীতে যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে, তখন তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। (সূরা হাজ্জ : ৪১)

কাজেই মুসলমানরা যখন আল্লাহর পৃথিবীতে, আল্লাহর যে কোনো জমিনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে, তখন তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, জনগণকে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে

www.bjilibrary.com

ফিরিয়ে রাখা। এ দায়িত্ব যখন ইসলামী রাষ্ট্র পালন করবে, তখন রাষ্ট্রের চেহারাই পাল্টে যাবে। সালাত কায়েমের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের সৃষ্টি হবে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় ও বিলি-বণ্টনের ফলে অর্থনৈতিক সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা হবে, দেশের জনগণের দারিদ্র্য, বেকারত্ব দূর হবে। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের বাধাদানের ফলে, সমাজ থেকে অন্যায়-অনাচার ও পাপাচারের যাবতীয় পথ বন্ধ হয়ে যাবে, শোষণ, নির্যাতন, অত্যাচারের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। ফলে জনগণ সমাজে, রাষ্ট্রে শান্তিতে, নিশ্চিন্তে, নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। জনগণের জানমালের, ইয্যত-সম্পদের নিরাপত্তা পাবে। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার এবং ইসলাী রাষ্ট্রের জনগণ এ দায়িত্ব পালন করবে।

বর্তমান বিশ্বের প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র ইরান। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সালাত কায়েম করেছে। ফলে সে দেশে খুব কম মুসলমানই বেনামাযী আছে। সে দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় ও বিলিবণ্টনের ফলে কোনো ভিক্ষুক চোখে পড়ে না এবং সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের বাধাদানের ফলে সে দেশে কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হারাম কাজ, মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার, হত্যা, চুরি, ডাকাতি সমাজ থেকে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে। ফলে ইসলামী রাষ্ট্র ইরানে সুদ-ঘুষের কোনো কারবার নেই। হত্যা, ছিনতাই, রাহাজানি, মাতলামির কোনো ঘটনা নেই। মদ, জুয়া, পতিতাবৃত্তি সমাজ থেকে নির্মূল করার ফলে সমাজে শিশু হত্যা, নারীনির্যাতনের কোনো ঘটনা নেই। এভাবেই কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার ফলে ইসলামী রাষ্ট্র জনগণের জন্য শান্তি-নিরাপত্তা ও কল্যাণের রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলামী রাষ্ট্র

পাশ্চাত্য নেতাদের মুখে এবং পাশ্চাত্য সমাজে মানবাধিকারের কথা বড় গলায় প্রচার করা হয়ে থাকে। তাদের মতে, যে কোনো জঘন্য অপরাধ বা কোনো খুনীকেও হত্যা করা মানবাধিকারের পরিপন্থী। কাজেই পাশ্চাত্য সমাজের আইনে কোনো অপরাধীর জন্যও কোনো মৃত্যুদণ্ড নেই। ফলে খুন, অপরাধের সংখ্যা বেড়েই চলছে। আবার মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মানবাধিকারের ধ্বজাধারীদের চোখের সামনে যখন ভিন্নজাতির বিশেষ করে মুসলমানদের নিরপরাধ নারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবকদের তাদের জাতির লোকেরা নির্বিচারে হত্যা করে, তখন এসব পাশ্চাত্যে মানবাধিকারের ধ্বজাধারী নেতারা এসব অন্যায়

www.bjilibrary.com

হত্যাকাণ্ডকে তেমন অপরাধ বলে গণ্য করে না; বরং এসবকে তারা নীরবে সমর্থন দিয়ে থাকে এবং প্রত্যক্ষ অস্ত্র যোগান দিয়ে থাকে খুনীদের। তাদের মতে যেন পাশ্চাত্যের ইহুদি-খ্রিস্টানদেরই শুধু দুনিয়ায় বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে, অন্য কোনো জাতির বিশেষ করে মুসলমানদের দুনিয়াতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। পাশ্চাত্য নেতারা স্পষ্টই বলে দিয়েছে, তাদের মানবাধিকার শুধু তাদের জাতির জন্যই প্রযোজ্য হবে অন্য কোনো জাতির জন্য নয়। এ হচ্ছে মানুষের মনগড়া আইনের নমুনা, পাশ্চাত্য আইনের নমুনা। দুনিয়ার বুক থেকে এসব মানুষের মনগড়া আইন নির্মূল করে যতদিন আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা না যাবে ততদিন দুনিয়ার বুকে মানবতা বিপণ্ন হতেই থাকবে। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করা ইসলামী রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ

'হে মানুষ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী হতে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে-ই অধিক সম্মানিত, যে আল্লাহকে ভয় করে।' (সূরা হুজুরাত : ১৩)

কী মহান মানবতাবাদী ধর্মের বাণী। কী মহান ঐক্যের বাণী! যে বাণী মহান আল্লাহর বাণী। আল্লাহর আইন। যে আইনে যে বিধানে কোনো বিভেদের ছোঁয়া নেই। যে আইন যে বাণী সকল মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। মহান আল্লাহর বাণীতে প্রথম বলা হয়েছে, তোমাদের সকলকে একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই তোমাদের কোনো বিভেদ থাকতে পারে না। তোমরা সবাই এক পিতামাতার সন্তান।

দ্বিতীয় যে কথা বলা হয়েছে, তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রের ভিভিন্ন কাবিলায় বিভক্ত করা হয়েছে, শুধু তোমরা যেন পরস্পরকে চিনতে পার এই কারণে। অন্য কোনো কারণে নয়। তৃতীয়ত বলা হয়েছে, বিভেদ সৃষ্টির জন্য নয়। বলা হয়েছে, আল্লাহর নিকট সে-ই অধিক সম্মানিত, যে আল্লাহকে বেশি বেশি ভয় করে, আল্লাহর আদেশমতো জীবনযাপন করে।

www.bjilibrary.com

এখানে বলা হয়নি যে, কালোর চেয়ে সাদা চামড়ার মানুষ বা সৈয়দ পাঠানরাই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত।

মানবতার নবী আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, 'কালোর উপর সাদার বা অনারবের উপর আরবের কোনো প্রাধান্য নেই। আল্লাহর নিকট সে-ই অধিক সম্মানিত, যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে।' (আল হাদীস)

আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, ইসলামে সাদা-কালোর, দাস-মনীবের, আরব-অনারবের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। আল্লাহর নিকট সকল মানুষ সমান। অথচ পাশ্চাত্য মোড়লেরা মানবজাতির মধ্যে সাদা-কালোর মধ্যে, মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদী জাতির মধ্যে, ভারতের হিন্দু নেতারা হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে চরম বিভেদ-বৈষম্য সৃষ্টি করে চলেছে। এই বিভেদের কারণে দুনিয়ায় মানব হত্যাযজ্ঞ চলছে, যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

মানুষের এই মনগড়া বিভেদ-বৈষম্যের কারণে, স্বার্থপর, অন্যায় যুদ্ধের দাবানলে মানবজাতি ক্রমান্বয়ে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যতদিন না দুনিয়ার বুকে আল্লাহর আইন, মানবতার ধর্ম ইসলামের সফল বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হবে। আর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব, শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মতের উপরেই ন্যস্ত রয়েছে। মানুষের মন থেকে বিভেদ-বৈষম্য দূর করে, মানুষের মধ্যে ইনসাফ-সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে, মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর স্বাধীন বান্দাহ হিসেবে মানুষ যেন তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিয়ে দুনিয়ার বুকে বসবাস করতে পারে, জীবনযাপন করতে পারে এ লক্ষ-উদ্দেশ্য নিয়ে সেই কল্যাণকর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যই কাশ্মীর, আলজেরিয়া, আফগানিস্তান, সুদানে, ফিলিস্তিনে একদল মর্দে মুজাহিদরা সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এরা কোনো দেশ দখল করার জন্য সংগ্রাম করছে না, এরা কোনো কাঁচামালের বাজার সৃষ্টির সংগ্রাম করছে না, এরা সংগ্রাম করছে দুনিয়ার বুকে দেশে দেশে মানবতার মুক্তির জন্য, কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য। সমাজ থেকে যাবতীয় পাপ, অন্যায়, অনাচার, শোষণ, যুলুম বন্ধ করে ন্যায়-ইনসাফ, সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য।

অথচ এদের বিরুদ্ধে সমস্ত কায়েমী স্বার্থবাদীরা, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদিচক্র সব ঐক্যজোট হয়ে এসব মর্দে মুজাহিদদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের স্টীমরোলার চালাচ্ছে। আর দুনিয়ার বড় বড় মোড়লরা এসব অত্যাচারীদের মদদ যোগাচ্ছে।

www.bjilibrary.com

আজ বসনিয়ায়, চেচনিয়ায়, কাশ্মীরে, ফিলিস্তিনে মুসলিম জাতিসত্তা নির্মূল অভিযান চলছে, যারা দুনিয়ার শক্তিধর নেতৃত্ব, তারা এই অন্যায় মানবতার নির্মূল অভিযানে মদদ যোগাচ্ছে।

দুনিয়ার এসব শক্তিধর নেতারা ভুলে যায় যে, তাদের মাথার উপর আরো একজন সর্বশক্তিমান রয়েছেন, যিনি সবকিছু দেখছেন, সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন। তাঁর সৃষ্টি এই দুনিয়ার বুকে কোনো অন্যায়-অনাচার, পাপ, যুলুম, শোষণ তিনি পছন্দ করবেন না। যে কোনো অন্যায় বাড়াবাড়ি তিনি যে কোনো মুহূর্তে স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম।

পাশ্চাত্য নেতাদের এবং তাদের দোসরদের ক্ষমতার অপব্যবহারের খেসারত দিতেই হবে। পাশ্চাত্য জগৎ এইডস-এ আক্রান্ত। আজ ঝঞ্ঝা, তুফান, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, শস্যহানি, গো-মড়ক, মারামারি, হানাহানি, অন্যায় যুদ্ধ-বিগ্রহে সবকিছুই আল্লাহর গযবের ইঙ্গিতমাত্র।

দুনিয়ার বুকে ইসলামই একমাত্র আল্লাহর দেওয়া ইনসাফপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা দুনিয়ার সমগ্র মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ করতে সক্ষম। ইসলাম ছাড়া দুনিয়ার বুকে যত ধর্ম-মত-পথ-ইজম সৃষ্টি হয়েছে, সবকিছু মানুষের মনগড়া ভ্রান্ত ধর্ম, ভ্রান্ত ইজম, ভ্রান্ত মতবাদ। এরা কোনো কালে মানুষের কোনো কল্যাণ দিতে পারেনি, পারছে না, কোনো কালে পারবেও না। মানুষের মনগড়া ভ্রান্ত ধর্ম, মানুষের মনগড়া ভ্রান্ত মতবাদ চিরকাল মানুষকে শোষণ করেছে, অত্যাচার করেছে, নির্যাতন করেছে, আজও করে। কিন্তু ইসলামই এর ব্যতিক্রম।

বিশ্বনেতৃত্বকে ইসলামভীতি দূর করতে হবে। ইসলামকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। আল্লাহর দেওয়া আইন, জীবনব্যবস্থা পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বনেতৃত্বকে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই এ পৃথিবী ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

www.bjilibrary.com